ved by the D. P. I. Bengal for Prize & Library in primary & M. E. Schools and also in the Lower 'asses of High Schools (Vide. Cal. Gaz. 29. 7. 37)

কিং কঙ্

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পুনর্মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দাম এক টাকা

মাসপয়লা প্রেস
১১৪।১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

R K O Radio Pictures Limited বায়োস্কোপে "কিং কঙ্" নামে যে চমৎকার ও অদ্ভুত ছবিখানি তুলেছেন, দুনিয়ার সব দেশেই তা "পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়" ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। ছবিখানি সত্যসত্যই বিস্ময়জনক !

বাংলাদেশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের "কিং কঙ্" কে অত্যন্ত ভালো লাগবে ব'লে বায়োস্কোপের ছবির মূল গল্পটি মোটামুটি এই কেতাবে দেওয়া হ'ল। কিন্তু বাঙালী বালক-বালিকাদের উপযোগী মনোরঞ্জন করবার জন্যে চলচ্চিত্রের গল্পের খানিক অংশ বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। অধিকন্তু চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকা ভাই আর বোন নন—এবং তাঁরা সাহেব ও মেম। আমাদের গল্পে তাঁরা হয়েছেন বাঙালী এবং ভাই ও বোন। চলচ্চিত্রের কিং কঙ্ বন্দী হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল, আমাদের গল্পে সে এসেছে কল্‌কাতায়। এম্‌নি একটু আধটু পরিবর্ত্তন ছাড়া আসল গল্পের আর সব পাত্র-পাত্রী ও ঘটনা অবিকল এক রকমই আছে। এই স্বাধীনতার জন্যে মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

"রেডিও পিকচার্সে"র কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা ভাষায় "কিং কঙ্" প্রকাশের ও কয়েকখানি আসল চলচ্চিত্রের ছবি ছাপাবার অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত ও অনুগৃহীত করেছেন। তাঁরা আমাদের অগণ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

"রেডিও পিক্‌চার্স" "Son of Kong" বা "কঙের ছেলে" নামে আর একখানি বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর ছবি তুলেছেন। সেখানিও খুব শীঘ্রই এদেশে আসবে। সে ছবিখানিও দেখলে সকলে যে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবেন, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতি।

কলিকাতা
২৩০।১, আপার চিৎপুর রোড

হেমেন্দ্রকুমার রায়

লাগল—পৃথিবীতে এখন ঝড়ের হুঙ্কার আর সমুদ্রের কান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না! যেন ঝড়ের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যেই বিরাট এক ভীত জন্তুর মত সমুদ্র বারংবার আকাশে লাফ মারতে লাগল!

ঝড়ের তোড়ে "ইণ্ডিয়া" জাহাজ অন্ধকারে কোথায় যে বেগে ছুটে চলেছে, কেউ তা জানে না। জাহাজের ইঞ্জিন যখন "ইণ্ডিয়া"কে আর সামলাতে পারলে না, কাপ্তেন ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণ তখন হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে বল্‌লেন, "ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!"

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই—পৃথিবীর কোথাও এতটুকু আলোর আভাষ নেই! জাহাজ ছুটে চলেছে যেন মৃত্যুর মুখে!

'টাইফুনে' প্রতিবৎসরে চীনা সমুদ্রে কত জাহাজই ডোবে, হয়তো "ইণ্ডিয়া" জাহাজও আজ ডুববে, কিন্তু কেবল সেই কথা বলবার জন্যেই আজ আমরা এই গল্প লিখ্‌তে বসি নি।

"ইণ্ডিয়া" জাহাজের দুটি যাত্রীর জন্যেই আমাদের যত দুর্ভাবনা!······কারণ তাঁরা বাঙালী। একজনের নাম শ্রীযুক্ত শোভনলাল সেন, আর একজন হচ্ছেন তাঁরই ভগ্নী কুমারী মালবিকা দেবী। ভাই-বোনে আমেরিকা বেড়িয়ে দেশে ফিরছেন!

শেষ-রাতে ঝড় থাম্‌ল, সমুদ্রও শান্ত হ'ল।

কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে যেন ওঁবাজন

কাপ্তেন ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণ বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ! এ যাত্রা আমরা রক্ষা পেলুম!"

তাঁর সহকারী কর্ম্মচারী বললেন, "কিন্তু জাহাজ যে কোথায় এসে পড়েচে, সেটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

কাপ্তেন বললেন, "না। তবে আমরা যে এখনো পৃথিবীতেই টিকে আছি, এইটুকুই হচ্ছে ভাগ্যের কথা। বেঁচে যখন আছি, তখন জাহাজ নিয়ে আবার ডাঙায় গিয়ে উঠতে পারব।"

কর্ম্মচারী বললেন, "ও কিসের শব্দ?"

কাপ্তেন খানিকক্ষণ কাণ পেতে শুনে বললেন, "অনেকগুলো জয়ঢাক বাজচে! বোধহয় আমরা কোন দ্বীপের কাছে এসে পড়েচি। চারদিকে যে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ওখানে কোন উৎসব হচ্ছে......আচ্ছা, আগে রাতটা পুইয়ে যাক্, সকালে সবই বুঝতে পারব।"

ড়ুম্-ড়ুম্ ড়ুম, ড়ুম্-ড়ুদ্-ড়ুম, ড়ুম্-ড়ুম্-ড়ুম্! জয়ঢাকগুলো অশ্রান্ত স্বরে বেজেই চলেছে। শোভনলাল আর মালবিকা 'ডেকে' দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে সেই রহস্যময় বাজনা শুনতে লাগল।

খানিক পরে মালবিকা বললে, "দেখ দাদা, কেন জানিনা, আমার মনে হচ্ছে যেন ও বাজ্‌না আমাকেই ডাকচে!"

শোভনলাল হেসে ঠাট্টা ক'রে বললে, "দূর পাগলী!"

দুই

খুলি-পাহাড়ের দ্বীপ

ঢাক-ঢোল একটানা বেজে চলেছে—এ ঢাক-ঢোল যেন থামতে শেখেনি !

পূর্ব্বদিকে আলো-নদীর একটি উজ্জ্বল ধারা বয়ে যাচ্ছে—কিন্তু এখনো তার নীচেই দুলছে অন্ধকারের পর্দ্দা।

আলো-নদীর দুই তীরে ধীরে ধীরে রক্তরাঙা রঙের রেখা ফুটে উঠছে।

ক্রমে অন্ধকারের পর্দ্দা পাৎলা হয়ে এল এবং তারই ভিতর থেকে অস্পষ্ট ও ছায়াময় সব দৃশ্য দেখা যেতে লাগল।

ভোর। সূর্য্যের কিরণ-ছটা দেখা গেল।

শোভন ও মালবিকা বিস্মিত চক্ষে দেখলে, তাদের সামনেই একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার দ্বীপ—আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বীপের মাঝ থেকে মস্তবড় একটা পাহাড় মাথা তুলে আকাশের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে। সে পাহাড়ের উপরটা দেখতে ঠিক মড়ার মাথার খুলির মত,—সেখানে গাছপালা বা সবুজ রঙের চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু পাহাড়ের নীচেই গভীর জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে তখনো কারা মহা-উৎসাহে ঢাক-ঢোল বাজ্‌ছে।

কাপ্তেন-সাহেব তাঁর প্রধান কর্ম্মচারী ডেন্‌হাম্‌কে ডেকে বললেন, "মিঃ ডেন্‌হাম্‌! এ কোন্ দ্বীপ? আমরা কোথায় এসেচি?"

ডেন্‌হাম্ বললেন, "আমারও জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশী নয়। এখানে মড়ার মাথার খুলির মতন একটা আশ্চর্য্য পাহাড় রয়েচে। এ দ্বীপের কথা কখনো শুনেচি ব'লে মনে হচ্ছে না।"

জাহাজের ইঞ্জিনচালক এসে খবর দিলে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। সারাতে সময় লাগবে।

কাপ্তেন বললেন, "হয়তো আজ আমাদের এইখানেই থাকতে হবে। ডেন্‌হাম, সময়ই যখন পাওয়া গেল, এই অজানা দ্বীপটা একবার তদারক ক'রে আসতে দোষ কি?"

—"দোষ কিছুই নেই। কিন্তু কাল রাত থেকে শুনচি, ওখানে কারা ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে। এ রহস্যময় দ্বীপে কারা বাস করে, তা জানিনা। ওরা যদি অসভ্য নরখাদক হয়? যদি আমাদের আক্রমণ করে?"

—"ঠিক বলেচ ডেন্‌হাম্। বেশ, আমরা দলে ভারি আর সশস্ত্র হয়েই যাব! দুখানা বোট নামাতে বল। ত্রিশজন নাবিক আমাদের সঙ্গে যাবে। সকলেই যেন বন্দুক নেয়।"

শোভন আর মালবিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপ্তেনের হুকুম শুনলে।

কাপ্তেন বললেন, "আপনার ভয় না করতে পারে, কিন্তু আমি ভাবচি আমার দায়িত্বের জন্যে।"

বোট ডাঙায় এসে লাগল। কিন্তু তখনো দ্বীপের কোন মানুষকে দেখা গেল না—কেবল সেই শত শত অশ্রান্ত ঢাকের আওয়াজই জানিয়ে দিচ্ছিল যে, এখানে মানুষ বাস করে!

কাপ্তেন বোট থেকে নেমে নাবিকদের ডেকে বললেন, "বন্দুকে টোটা পূরে তোমরা দুজন দুজন ক'রে সার বেধে অগ্রসর হও। মিঃ সেন, আপনার ভগ্নাকে নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে মাঝখানে থাকুন!"

যেদিক থেকে ঢাক-ঢোলের আওয়াজ আসছিল, সকলে পায়ে পায়ে সেইদিকে এগুতে লাগল।

শোভন বললে, "দেখুন মিঃ ইঙ্গ্ল্হর্ন! পাঁচিলটা এখন আরো কত-বড় দেখাচ্ছে! আর এ পাঁচিল যে একেলে নয়, অনেক শত বৎসরের পুরাণো, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে!"

কাপ্তেন বললেন, "পাঁচিলের গায়ে ওখানে যে একটা মস্ত-বড় ফটকও রয়েছে! তালগাছের সমান উঁচু ঐ ফটকটা কি-রকম মজবুৎ দেখেছেন!"

এইবারে সকলে একটা বড় গ্রামের কাছে এসে পড়ল। সারি সারি কুঁড়েঘর, মাঝে মাঝে অলিগলি ও রাস্তা। গ্রামের আকার দেখে আন্দাজে বোঝা গেল, এখানে অন্ততঃ চার-পাঁচ হাজার লোক বাস করে! কিন্তু কোথায় তারা?

সারা গ্রাম নিস্তব্ধ ও জনশূন্য, কোথাও জীবনের কোন লক্ষণই নেই!

ঢাক-ঢোলের আওয়াজ তখন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে বহু কণ্ঠের গম্ভীর একতানও শোনা যাচ্ছে—যেন কারা অজানা ভাষায় স্তোত্র পাঠ করছে!

ডেন্‌হাম বললে, "এতক্ষণে মানুষের গলার সাড়া পাওয়া গেল। গাঁ-শুদ্ধ লোক এখানে এসে জুটেচে! দেখা যাক্, এরা কারা?"

গাছপালার ভিতর থেকে প্রায় সত্তর আশী ফুট উঁচু একটা কাঠের বাড়ী জেগে উঠল।

শোভন বললে, "গোলমালটা ঐদিক থেকেই আসচে। ঐ কাঠের উঁচু বাড়ীটা বোধ হয় মন্দির, নয়তো রাজপ্রাসাদ।"

সাম্‌নেই একটা জঙ্গল। সেটা পার হ'তেই সকলের চোখের সুমুখে যে দৃশ্য জেগে উঠল, তা যেমন অদ্ভুত, তেম্‌নি বিচিত্র!

মালবিকা এতক্ষণ খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে পথ চল্‌ছিল, এখন সে আঁৎকে উঠে পিছিয়ে প'ড়ে শোভনের গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

কাপ্তেন-সাহেব হাত তুলে ইসারা ক'রে নাবিকদের হুঁসিয়ার হ'তে বললেন। নাবিকরাও তখনি বন্দুক প্রস্তুত ক'রে সাবধান হয়ে দাঁড়াল।

তিন
বেড়ো! বেড়ো!

মস্ত-একটা কাঠের উঁচু মাচা। তার চারিদিকে কাঠের সিঁড়ি,—নানান-রকম জীবজন্তুর চাম্‌ড়ায় ঢাকা।

সেই মাচার টঙে একটি বালিকা ভয়ে-জড়োসড়ো হয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে—কষ্টিপাথরের কালো মূর্ত্তির মত! মেয়েটির মাথায় ফুলের মুকুট, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের গহনা!

কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো কালো কালো পুরুষ-মূর্ত্তি, তারা সমস্বরে যেন কি মন্ত্র পড়ছে!

মাচার ডানদিকে আর-একটা কাঠের বেদী, তার উপরেও ভূতের মতন কালো একটা লম্বা-চওড়া মূর্ত্তি, তার মাথায় পালকের টুপী, পরণে জন্তুর চাম্‌ড়া, গলায় মড়ার মাথার মালা। সেও দু-হাত ঊর্দ্ধে তুলে চেঁচিয়ে কি মন্ত্র পড়ছে। বোধ হয় সে প্রধান পুরোহিত।

মাচার বাঁ-দিকেও একটা বেদী এবং তার উপরেও জমকালো পোষাক পরা আর একটা মূর্ত্তি। তার মাথায় মুকুট, হাতে দণ্ড! বোধ হয় সে এখানকার রাজা।

নীচে চারিদিকে কাতারে কাতারে লোক—স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ! দলে দলে যোদ্ধা,—হাতে বর্শা, কোমরে তরবারি, পিঠে তীর-ধনুক! শত শত বাজন্দার,—বড় বড় ঢাকে

বালিকা ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে—
কষ্টি পাথরের কালো মূর্ত্তির মত ! পৃষ্ঠা—১০

কাঠি পিটুছে! প্রত্যেক মূর্ত্তিই প্রায়-উলঙ্গ, কোমরে কেবল কপ্‌নির মত এক এক টুক্‌রো ন্যাক্‌ড়া ঝুলছে!

হঠাৎ পুরুত মন্ত্র-পড়া বন্ধ ক'রে হাটু গেড়ে ব'সে পড়ল। অম্‌নি ভিড়ের ভিতর থেকে জন-বারো মূর্ত্তি বেরিয়ে এসে যে-মাচাটার উপরে সেই ভীত মেয়েটি ব'সে আছে, তারই চার-পাশ ঘিরে লাফাতে লাফাতে তাণ্ডব নাচ সুরু ক'রে দিলে! সে মূর্ত্তিগুলোর প্রত্যেকের মুখেই ভীষণ মুখোস, গায়ে বড় বড় লোমওয়ালা চাম্‌ড়া।

ডেন্‌হাম্ বল্‌লে, "গরিলা! ওরা গরিলা সেজে নাচচে! এত জীব থাকৃতে ওরা গরিলা সাজ্‌ল কেন?

এতক্ষণ ওরা এমন ব্যস্ত হয়েছিল যে, কাপ্তেন-সাহেবের অস্তিত্বের কথা কেউ জান্‌তেও পারে নি। কিন্তু এখন রাজ-দণ্ডধারী মূর্ত্তিটার দৃষ্টি আচম্বিতে নূতন আগন্তুকদের উপর গিয়ে পড়ল! সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল— "বেডো! বেডো! ড্যামা পেটি ভেগো!"

অম্‌নি সমস্ত ঢাক-ঢোল, মন্ত্র-পড়া, চীৎকার ও নৃত্য যেন কোন মায়ামন্ত্রেই একসঙ্গে থেমে গেল! চারিদিক এম্‌নি স্তব্ধ হ'ল যে, একটা আল্‌পিন পড়ার শব্দও শোনা যায়!

সমস্ত লোক হতভম্বের মত কাপ্তেন-সাহেবের দলের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল! এবং শিশু ও স্ত্রীলোকরা একে একে ভিড়ের ভিতর থেকে নীরবে স'রে পড়তে লাগল।

ডেন্‌হাম্ ত্রস্ত কণ্ঠে বললে, "দেখ, দেখ! স্ত্রীলোক আর শিশুরা পালিয়ে যাচ্ছে! গতিক সুবিধের নয়, আমাদেরও এখান থেকে অদৃশ্য হওয়া উচিত।"

কাপ্তেন বললেন, "আর পালানো চলে না! ওরা আমাদের দেখে ফেলেচে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, আমরা যে ভয় পেয়েচি, সেটা ওদের জানতে দেওয়া হবে না!"

রাজা ও পুরুত বেদীর উপর থেকে নেমে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল, তাদের পিছনে পিছনে আসছে একদল যোদ্ধা। ভিড়ের ভিতরে এখন আর একজনও শিশু কি স্ত্রীলোক নেই!

ডেন্‌হাম্ বললে, "এই বনমানুষগুলো এগিয়ে আসচে কেন?"

রাজার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কাপ্তেন বললে, "জানি না।"

মালবিকা বললে, "হ্যাঁ দাদা, ওরা কি আমাদের আক্রমণ করবে?"

শোভন বললে, "কেমন ক'রে বলব? কিন্তু আমাদের আক্রমণ করলে ওদেরই বেশী বিপদ হবে। আমাদের বন্দুক আছে।"

রাজা ও পুরুত সদলবলে এগিয়ে নাবিকদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ পুরুতের চোখ পড়ল মালবিকার উপরে! অত্যন্ত বিস্ময়ে খানিকক্ষণ নীরব থেকে আচম্বিতে শূন্যে এক লাফ

মেরে সে বিকট স্বরে চীৎকার ক'রে উঠল, "ড্যামা সি ভেগো! ড্যামা সি ভেগো! কং! কং! কং! টাস্কো!"

রাজাও মালবিকাকে দেখে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কং! কং! কং! টাস্কো!"

তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে যোদ্ধার দল ছুটে এসে মালবিকাকে ধরবার উপক্রম করলে।

মালবিকা সভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, "দাদা! দাদা!"

কাপ্তেন বললে, "বন্দুক ছোঁড়ো—বন্দুক ছোঁড়ো!"

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল—পরমুহূর্ত্তে সাত আটজন যোদ্ধার দেহ মাটির উপরে প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এরা নিশ্চয়ই বন্দুকের নামও কখনো শোনেনি! কারণ ব্যাপারটা দেখে তারা সবাই বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অল্পক্ষণ সেখানে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এবং তারপরেই মহা ভয়ে তীরবেগে পলায়ন করতে লাগল! তারপর কেবল তারা নয়, সেখানকার সেই বিপুল জনতাও যেন কোন যাদুমন্ত্রের মহিমায় কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

মালবিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "দাদা, ঐ কেলে ভূতগুলো আমাকে ধরতে এসেছিল কেন?"

মালবিকাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে শোভন বললে, "কি ক'রে জানব বল? ওদের ভাষা তো বুঝি না।"

কাপ্তেন হত ও আহত যোদ্ধাগুলোর দেহের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "আর দ্বীপ দেখে কাজ নেই—যথেষ্ট হয়েচে! শীগ্‌গির জাহাজে চল, হতভাগারা যদি আবার দল বেঁধে আক্রমণ করে, তাহ'লে মুস্কিলে পড়তে হবে।"

চার
বিপদ

ইঞ্জিন মেরামৎ করবার জন্যে জাহাজখানা সেদিন সেই-খানেই থেকে গেল।

সন্ধ্যার সময়ে জাহাজের 'ডেকে' ব'সে কাপ্তেন, ডেন্‌হাম্‌, শোভন, মালবিকা ও আরো কয়েকজন আরোহী আজ্‌কের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল।

ডেন্‌হাম বললে, "ওরা কং কং ক'রে অত চেঁচাচ্ছিল কেন?"

শোভন বললে, "হয়তো কং ওখানকার কোন দেবতার নাম।"

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "উঁচু মাচার ওপরে সেই মেয়েটির কথা মনে কর। আমি বেশ দেখেছি, তার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে আর পুরুতরা যখন মন্ত্র পড়ছিল, সে তখন ভয়ে থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপছিল!—আর গরিলা-বেশে সেই লোকগুলোর কথাও মনে কর! নাচতে নাচতে হাত বাড়িয়ে তারা যেন সেই মেয়ে-টাকেই পেতে চাইছিল!"

মালবিকা বললে, "মিঃ ডেন্‌হাম্‌! আমার কিন্তু সেই মেয়েটিকে দেখে বলির পশুর কথাই মনে হচ্ছিল।"

শোভন বললে, "আর সেই অদ্ভুত প্রাচীর। আমি দেখেছি, প্রাচীরের সেই প্রকাণ্ড ফটকটা এদিক থেকেই বন্ধ

করা আছে। তার মানে, ফটকের ওদিকে এমন কোন আতঙ্ক আছে, যাকে ওরা এদিকে ঢুকতে দিতে রাজি নয়। সে আতঙ্ক এমন ভয়ঙ্কর যে, দেড়-শো ফুট উঁচু প্রাচীর তুলতে হয়েচে। ওখানকার বাসিন্দারা সবাই প্রাচীরের এদিকে থাকে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীরের এদিকটাকেই ওরা নিরাপদ ঠাঁই ব'লে মনে করে।

কাপ্তেন ইঙ্গ্‌লহর্ণ্‌ এতক্ষণ তুই চক্ষু মুদে পাইপ টান্‌তে টান্‌তে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। এখন তিনি চোখ খুলে পাইপটা হাতে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, "আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, তবে আপনাদের আমি বিশ্বাস করতেও বলি না, কারণ অনেক দিন আগে আমি এমন একটা গল্প শুনেছিলুম্‌, যা বিশ্বাস করবার মত নয়! গল্পটা শুনেছিলুম্‌ আমি এক বুড়ো নাবিকের মুখে। তাদেরও জাহাজ নাকি চীনে-সমুদ্রে 'টাইফুনে' পথ হারিয়ে এক অজানা দ্বীপে গিয়ে প'ড়েছিল। সে দ্বীপের বাসিন্দারা অসভ্য। তাদের রাজা নাকি এক দানবের মত প্রকাণ্ড গরিলা। সে গরিলা এমন প্রকাণ্ড যে, কুকুর নিয়ে আমরা যেমন খেলা করি, বড় বড় হাতী নিয়ে তেমনি অবহেলায় সে খেলা করতে পারে! দ্বীপের বাসিন্দারা নাকি প্রতি বৎসরে তাদের গরিলা-রাজাকে একটি ক'রে বালিকা উপহার দেয়—এই বালিকাকে তারা 'রাজার বউ' বলে।"

শোভন বললে, "শুনেচি আদিম কালে যখন মানুষের জন্ম হয় নি, তখন পৃথিবীতে সত্তর আশী ফুট উঁচু অতিকায় সব জীবজন্তু ছিল। পণ্ডিতরা মাটির ভিতর থেকে তাদের অনেক কঙ্কাল আবিষ্কার করেচেন। কিন্তু সে সব জন্তু এখন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং হাতী নিয়ে ছোট কুকুরের মতন খেলা করতে পারে, এমন প্রকাণ্ড গরিলার কথা বিশ্বাস করি কেমন ক'রে ?"

কাপ্তেন আবার তাঁর দুই চক্ষু মুদে ফেলে বললেন, "আপনা-কেও বিশ্বাস করতে বলি না, আমি নিজেও বিশ্বাস করি না। আমি একটা গল্প শুনেছিলুম. আজ কেবল সেইটেই আপনাদের কাছে বললুম।"

ডেন্‌হাম্ বললে, "ও দানব-গরিলার কথাটা নিশ্চয়ই আজ্‌গুবি কথা। কিন্তু, পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় এখনো যে আদিম কালের অতিকায় জীবজন্তু জ্যান্ত অবস্থায় বিচরণ করচে, মাঝে মাঝে তাও শোনা যায় আর অনেক পণ্ডিত সে কথা বিশ্বাসও করেন।"

শোভন বললে, "আমার কিন্তু ঐ-রকম অতিকায় জন্তুদের স্বচক্ষে দেখতে সাধ হয়।"

মালবিকা বললে, "আমারও।"

হঠাৎ দুই চোখ খুলে ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে কাপ্তেন বললেন, "ডেন্‌হাম্! শুনচ ?"

—"কি ?"

—"হতভাগা বনমানুষগুলো আবার ঢাক-ঢোল বাজাতে স্রুরু করেচে।"

—"হুঁ। দেখ—দেখ! কাল দ্বীপ ছিল ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার আজ কিন্তু ওখানে শত শত মশাল জ্বল্‌চে। ব্যাপার কি, অত আলো জ্বেলে ওরা কি করচে ?"

কৌতুক-হাস্য ক'রে মালবিকা বললে, "বোধ হয় গরিলা-রাজার বৌকে সাজানো হচ্ছে!"

শোভন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মালবিকা, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর থেকোনা,—চল, ভেতরে চল!"

... ...

... ...

পরের দিন সকালে কাপ্তেন ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণ্‌ জাহাজের ডেকে পায়চারি করছেন, এমন সময়ে শোভন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "মিঃ ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণ! আমার ভগ্নীকে আপনি দেখেচেন ? তাকে কেবিনের ভেতরে পাওয়া যাচ্ছে না!"

কাপ্তেন বললেন, "মিস্‌ সেন এদিকে তো আসেন নি! বোধ হয় জাহাজের অন্য কোথাও আছেন।"

শোভন আকুল স্বরে বললে, "আমি সমস্ত জাহাজ খুঁজে দেখেচি,—আমার বোন কোথাও নেই!"

কাপ্তেন হ[illegible] চকিত দৃষ্টিতে শোভনের হাতের দিকে তাকিয়ে বললে, [illegible] সেন! আপনার হাতে ওটা কি ?"

শোভন [illegible] "আমার বোন যে কেবিনে ছিল, তারই দরজার কাছে আমি এই বর্শার ফলাটা কুড়িয়ে পেয়েচি।"

বর্শার ফলাটা হাতে ক'রে নিয়ে কাপ্তেন বললেন, "দ্বীপের যোদ্ধাদেরও বর্শার ফলা এইরকম। মিঃ সেন, চলুন—চলুন, জাহাজটা আমরা আর একবার খুঁজে আসি। মিস্ সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না ? তাও কি হ'তে পারে ?"

কিন্তু অনেক খোঁজাখুজি ক'রেও মালবিকার সন্ধান মিল্‌ল না!

কাপ্তেন ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণ হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, "কি! আমার জাহাজ থেকে মহিলা চুরি! এর পরে সভ্য সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে ? ডেন্‌হাম্—ডেন্‌হাম্! বোট নামাও,—এখনি আমরা দ্বীপে যাব। সবাই অস্ত্র ধর। বন্দুক রিভলভার, বোমা, ডিনামাইট—সব নিয়ে চল! চীনে-সমুদ্রের চীনে-বোম্বেটেদের ভয়ে সব-রকম অস্ত্রই আমি জাহাজে রেখেচি। সে-সবই নিয়ে বোটে ওঠো—এক মুহূর্ত্তও দেরি নয়। এই বনমানুষদের দেশ আজ আমি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শ্মশান ক'রে দিয়ে যাব।"

পাঁচ

কং !

রাতের নিবিড় অন্ধকারে অসভ্যদের ছিপ্ তীরের মত দ্বীপের দিকে ছুটে চল্‌ল !

তখনো তারা তাকে সজোরে চেপে আছে, মালবিকা অনেক চেষ্টা ক'রেও সে-সব কঠিন হাতের নিষ্ঠুর বাঁধন একটুও আল্‌গা করতে পারলে না ! তার মুখও বাঁধা, চীৎকার করাও অসম্ভব !

সে কি দুঃস্বপ্ন দেখছে ? এও কি সম্ভব—সে কি সত্য-সত্যই অসভ্যদের হাতে বন্দিনী ? এত-বড় বিপদ্ যে তার কল্পনাতেও আসছে না।

হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে নৌকাখানা থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে যারা তাকে চেপে ধরেছিল, তারা হাতের বাঁধন খুলে দিলে !

কিন্তু তারপরেই অন্ধকারে কে তাকে পিঠের উপরে তুলে নিলে। অনুভবে সে বুঝলে, তাকে নিয়ে লোকটা নৌকা থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল !

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শব্দ শুনে সে বুঝতে পারলে, তার আশেপাশে অনেক লোক আছে ! এরা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?·········আর সে ভাবতে পারলে না, তার মাথা ঘুরতে লাগল, সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

... ...

মালবিকার যখন জ্ঞান হ'ল, তখন সে দেখলে, তার চারিদিক আলোয় আলো! সে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বসল!

এ যে সকালের সেই দৃশ্যটাই আবার তার চোখের সাম্‌নে জেগে উঠল! সেই দুই বেদীর উপরে রাজা আর পুরুত ব'সে আছে, চারিদিকে সেই জনতা, গরিলা বেশে নর্ত্তকদের নৃত্য, মন্ত্র পাঠ, ঢাক-ঢোলের আওয়াজ! কেবল সকালে মশাল ছিল না, এখন শত শত মশাল জ্বল্‌ছে!

তার দিকে করুণ মমতা-ভরা চোখে চেয়ে একটি কালো মেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, মালবিকা তাকেও চিনতে পারলে! এই মেয়েটিই সকালে ফুলের মুকুট ফুলের গয়না প'রে মাচার উপরে ব'সে ভয়ে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিল! এখন তার আর সে মুকুট ও গয়না নেই, এখন তার সাজ-গোছ এখানকার অন্য অন্য মেয়েদেরই মত!

একটু পরেই তার কারণও বুঝতে পারলে! তাকে উঠে বসতে দেখেই জনকয় লোক এসে তার মাথায় ফুলের মুকুট, গলায় ও হাতে ফুলের গয়না পরিয়ে দিলে।

পুরুত চীৎকার ক'রে উঠল—"হেডো মেডো গেডো!"

অম্‌নি কয়েকজন লোক এসে মালবিকাকে ধ'রে শূন্যে তুলে সেই উঁচু মাচার উপরে গিয়ে উঠল। তারপর তাকে মাচার উপরে বসিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল। মাচার

সিঁড়ির ধাপে ধাপে অন্যান্য পুরোহিতরা দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ সুরু ক'রে দিলে—গরিলা বেশে বারোজন লোক ঢাকের তালে তালে তাণ্ডব নাচ নাচতে লাগল !.........আজ সকালেও সে এই রকম দৃশ্য দেখে গিয়েছিল !

মালবিকার এখন আর কোন ভয় হচ্ছে না—তার মন এখন দুঃখ-ভয়-ভাবনার বাইরে গিয়ে পড়েছে, মন্ত্রমুগ্ধ ও স্বপ্নাচ্ছন্ন জীবের মতন মাচার উপরে সে ব'সে রইল—সামনে মূর্ত্তিমান যমকে দেখলেও বোধহয় এখন সে চমকে উঠবে না !

সেইখানে ব'সে ব'সে সে নির্ব্বিকার ভাবে দেখতে লাগল, খানিক তফাতে একদল লোক গিয়ে উচ্চ প্রাচীরের প্রকাণ্ড ফটকটা খুলে ফেল্‌লে—সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কাঁসর ও ঝাঁঝের আওয়াজে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং !

কোন্ পথ দিয়ে নীচেকার সমস্ত জনতা হৈ-চৈ তুলে সেই দেড়-শো ফুট উঁচু পাঁচিলের উপরে গিয়ে উঠল—প্রত্যেকের হাতে এক-একটা মশাল—চারিদিকের দৃশ্য দিনের বেলার মত স্পষ্ট !

রাজা হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন—"কং ! কং ! কং ! টাস্কো !"

অম্‌নি কয়েকজন যোদ্ধা এসে আবার মালবিকাকে মাচা

থেকে তুলে নামিয়ে নিয়ে গেল এবং তারপর সেই প্রকাণ্ড ফটকের ভিতরে প্রবেশ করল।

ফটকের ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই নজরে পড়ে ছোটখাটো একটা প্রান্তর,—তারপরেই যেদিকে তাকানো যায়—নিবিড় অরণ্য ও ভয়াবহ অন্ধকার এবং তারই ভিতর থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে সেই মড়ার মাথার খুলির মত অদ্ভুত পাহাড়ের চূড়াটা।

প্রাচীরের উপর থেকে বিপুল জনতা সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করছে!—ঢাক বাজছে ডুম্ ডুম ডুম্ ডুম্,—কাঁসর-ঝাঁঝর গর্জ্জন করছে ঘং ঘং ঘং ঘং!

প্রান্তরের উপরেও একটা উঁচু পাথরের বেদী—তার দুধারে বড় বড় থাম। যোদ্ধারা মালবিকাকে নিয়ে সেই বেদীর উপরে গিয়ে উঠল এবং দুই থামের মাঝখানে তাকে দাঁড় করিয়ে থামের সঙ্গে তার দুই হাত বেঁধে দিলে। তারপর ভূতের ভয়ে লোকে যেমন ক'রে পলায় তেমনি ভাবে সবাই আবার প্রাচীরের ওপারে পলায়ন করলে এবং সেই সঙ্গে সেই সুবৃহৎ ফটকটাও তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

পাহাড় ও অরণ্যের ভিতর থেকে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অপার্থিব মেঘগর্জ্জনের মতন গম্ভীর আওয়াজ জেগে উঠল।

প্রাচীরের উপরে হাজার হাজার মশাল নাচিয়ে হাজার

হাজার কণ্ঠে চীৎকার উঠল—"কং! কং! কং! কং! কং! কং!"

মালবিকার প্রায়-মূর্চ্ছিত দেহ তখন এলিয়ে পড়েছে—নির্ব্বাক ভাবে, বিস্ফারিত নেত্রে সে দেখলে, জঙ্গলের গর্ভ থেকে অন্ধকারের চেয়ে কালো একটা ভয়ঙ্কর ছায়াদানব দুল্‌তে দুল্‌তে এগিয়ে আসছে! কী বৃহৎ তার দেহ! যেন একটা চলন্ত পর্ব্বত!

দানবটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে প্রাচীরের উপরের জনতার দিকে চেয়ে কয়েকবার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দান করলে! তারপর নীচু ও হেট হয়ে বেদীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তার চোখ দুটো ফুটবলের মতন বড় এবং তাদের ভিতর থেকে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। তার এক-একটা দাঁত হাতীর দাঁতের মতন লম্বা। তার এক-একখানা বাহু বট গাছের গুঁড়ির মতন মোটা। সেই বিভীষণ মূর্ত্তি দেখে মালবিকা আর পারলে না—পরিত্রাহি চীৎকার করতে করতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেল।

এই তাহ'লে কং,—রাজা কং! এখানকার সমস্ত লোক এই বিরাট গরিলা-রাজার প্রজা। মালবিকা হবে আজ এই গরিলা দানবের মানুষ-বউ।

কং যেন মালবিকাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। বৎসরে

বন্দুক ছুড়লে……কিন্তু গুলি কিছুই করতে পারলে না। পৃষ্ঠা—৩০

বৎসরে সে অনেক বধূ উপহার পেয়েছে, কিন্তু তাদের গায়ের রং তো এই নতুন বউয়ের মতন ধব্‌ধবে সাদা নয়।

কং হাত বাড়িয়ে পট্ পট্ ক'রে দড়ী ছিঁড়ে মালবিকাকে তুলে নিলে। মানুষের হাতে চড়ুই-পাখীকে যেমন দেখায় কংয়ের হাতের মুঠোর ভিতরে মালবিকাকেও দেখাতে লাগল তেম্‌নি ছোট্টটি।

হাতের মুঠোয় মালবিকাকে নিয়ে কং আবার পর্ব্বত ও অরণ্যের দিকে অগ্রসর হ'ল—তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

এমন সময়ে প্রাচীরের ওপার থেকে "গুড়ম্ গুড়ম্" ক'রে বন্দুকের আওয়াজ ও বহু কণ্ঠের আর্ত্তনাদ জেগে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবৃহৎ ফটক আবার খুলে গেল।

কং কিন্তু একবারও পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে না, মস্ত এক লাফ মেরে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল!

ছয়
দানব

সুবৃহৎ ফটকের ভিতর দিয়ে তীরের মতন বেগে প্রথমে শোভন, তারপর কাপ্তেন-সাহেব, ডেন্‌হাম্‌ ও নাবিকরা সেই প্রান্তরের উপরে এসে দাঁড়াল।

তাদের বন্দুকের গুলি খেয়ে প্রাচীরের উপর থেকে ততক্ষণে মশালধারী অসভ্যগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে !

শোভন সর্ব্বপ্রথমে এসেছিল ব'লে কেবল সেই-ই কংয়ের বিরাট দেহটা দেখতে পেয়েছিল—মাত্র এক পলকের জন্যে।

শোভন চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "দানবটা ঐ পথে গেছে। আমি তাকে দেখেচি। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলে আমার বোনকে আর পাওয়া যাবে না। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে যাবে, এস।"

কাপ্তেন বললেন, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন মিঃ সেন ! ……ডেন্‌হাম, তুমি বিশজন লোক নিয়ে মিঃ সেনের সঙ্গে যাও। বাকি লোকদের নিয়ে জাহাজ আর অসভ্যদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে আমি এখানে থাকি। সকলে এইটুকু মনে রেখো : মিস্‌ সেনকে উদ্ধার করা আমাদের কর্ত্তব্য—তাঁকে উদ্ধার করা চাইই।"

সকলে একসঙ্গে ব'লে উঠল, "হ্যাঁ, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে আমরা প্রাণ দিতেও ভয় পাব না।"

কাপ্তেন বললেন, "ভগবান তোমাদের সহায় হোন্!"

শোভন, ডেন্‌হাম্ ও বিশজন নাবিক সেই দুর্গম অরণ্য ও দুরারোহ পর্ব্বতের দিকে ঝড়ের মত ছুটে চলল।

পাহাড়ের যেখান থেকে সেই দানব-গরিলার মূর্ত্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, পাহাড়ের গা সেখানে ঢালু্ হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে—যেন জঙ্গলময় পাতালের অন্ধকারের মধ্যে।

ডেন্‌হাম্ বললে, "সকলে একসার হয়ে চল—একজনের পিছনে আর একজন। প্রত্যেকে তার আগের লোকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হও।"

একে পাহাড়ের ঢালু গা, তার উপরে জঙ্গল ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে।

ডেন্‌হাম্ বললে, "মিঃ সেন, জাহাজে চাকরী নিয়ে আমি সারাপৃথিবী ভ্রমণ করেছি, সব দেশের গাছপালাই আমি চিনি। কিন্তু এখানকার জঙ্গলের একটা গাছও আমি চিনতে পারচি না। এ-সব গাছপালা দেখলে মনে হয়, এরা যেন এ পৃথিবীর নয়!"

শোভন বললে, "কেতাবে আমি সেকেলে পৃথিবীর গাছ-পালার ছবি দেখেচি। এখানকার গাছপালা দেখে সেই ছবির কথা আমার স্মরণ হচ্ছে। এখানকার সঙ্গে বোধহয় আধুনিক জগতের কোন সম্পর্কই নেই—হয়তো এখানকার

জীবজন্তুরাও সেকেলে জীবজন্তুদের মতন ভয়ঙ্কর আর কিম্ভূতকিমাকার !”

—“আপনি তো বল্‌চেন, সেই গরিলা-দানবটাকে আপনি দেখতে পেয়েচেন। মাথায় সে কত-উঁচু হবে ?”

শোভন বললে, “আমি অনেক দূর থেকে চকিতের মত তাকে একবার মাত্র দেখেচি ! ঠিক ক'রে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার মনে হ'ল, মাটি থেকে তার মাথা বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাট ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না !”

ডেন্‌হাম্ চম্‌কে উঠে বললে, “কি সর্ব্বনাশ ! বলেন কি ?”

পাহাড়ের ঢালু গা একটা উপত্যকার ভিতরে এসে শেষ হয়েছে ! উপত্যকার ভিতর দিয়ে একটা পাহাড়ে নদী কল্ কল্ স্বরে বয়ে যাচ্ছে এবং নদীর ওপারে ঢালু পাহাড়ের গা আবার উপরদিকে ওঠে গিয়েছে। আরো একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, নদীর ওপারে যে জঙ্গল রয়েছে তা আরো ঘন এবং দুর্ভেদ্য। সেখানকার এক-একটা গাছই একশো-দেড়শো বা তার চেয়েও বেশী ফুট উঁচু ! সেই-সব গাছের উপরে কত-রকমের পরগাছা ভিড় ক'রে আছে এবং অসংখ্য লতাপাতার জালে প্রত্যেক গাছের সঙ্গে প্রত্যেক গাছ বাঁধা। এখন আকাশে সূর্য্যালোকের জোয়ার বইছে, কিন্তু সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কোনকালেই বোধ হয় সূর্য্যালোক প্রবেশ করবার পথ পায় নি !

শোভন হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "দেখুন মিঃ ডেন্‌হাম্! নদীর তীরে ভিজে মাটির দিকে চেয়ে দেখুন!"

ডেন্‌হাম্ ও নাবিকরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে, ভিজে মাটির উপরে সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে! সে-সব পায়ের দাগ মানুষের পায়ের দাগের মতন দেখতে বটে, কিন্তু মানুষের পায়ের দাগের চেয়ে তা অনেক—অনেক গুণ বড়, কারণ তার প্রত্যেকটি পদচিহ্ন পাঁচ-ছয় ফুটের চেয়ে কম লম্বা হবে না!

শোভন বললে, "এতক্ষণে সবাই বুঝতে পারলেন তো, আমরা কি ভীষণ দানবের পিছু নিয়েচি! সেই দানব এইখান দিয়ে নদী পার হয়ে গেছে! নদীটা ছোট, জলও বোধ হয় বেশী নেই,—আসুন, আমরাও পার হয়ে যাই!"

বাস্তবিক, নদীতে এক কোমরের বেশী জল হ'ল না—সকলেই একে একে নিরাপদে পার হয়ে গেল।

ওপারে গিয়ে পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল, সেই দানবটা পাহাড়ের গা বয়ে আর উপরে ওঠে নি, ডানদিকে ফিরে নদীর ধার ধ'রেই চ'লে গেছে। সকলে সেই পথেই অগ্রসর হ'ল। কিন্তু খানিক দূর গিয়ে পায়ের দাগও আর পাওয়া গেল না।

ডেন্‌হাম্ বললে, "এই যে, জঙ্গল সরিয়ে এখান দিয়ে মস্তবড় কোন জানোয়ার ভিতরে ঢুকেচে। এই পথেই এস।"

আরো খানিকটা এগিয়েই ডেন্‌হান্ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল!

শোভন বললে, "ব্যাপার কি ?"

ডেনহাম্ বললে, "সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখুন !"

জঙ্গলের ভিতরে ছোট্ট একটা জমি। সেইখানে এক ভীষণাকার জীব বিচরণ করছে ! তার দেহটা চার-চারটে হাতীর চেয়ে বড়, ল্যাজটা কুমীরের মতন দেখতে—কিন্তু লম্বায় তা চব্বিশ-পঁচিশ ফুট হবে এবং তার উপরে শত শত তীক্ষ্ণ গজাল ! তার গলদেশও দীর্ঘতায় চব্বিশ-পঁচিশ ফুটের চেয়ে কম হবে না এবং মুখটা দেখতে অজগর সাপের মত ! এই হস্তী-কুমীর-অজগর আকৃতির কিম্ভূতকিমাকার অতিকায় দানবটা আপন মনে পিছনের দুই পায়ে ভর্ দিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার পদভরে পৃথিবীর বুক থর্-থর্ ক'রে কেঁপে উঠছে !

হঠাৎ সেও শোভনদের দূর থেকে দেখে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন বিকট ও কর্কশ স্বরে গর্জ্জন ক'রে উঠল যে আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল !

ডেন্‌হাম্ চেঁচিয়ে বললে, "সবাই সাবধান ! ও আমাদের দেখতে পেয়েচে ! ও আমাদের দিকে আস্‌চে !"

ডেন্‌হাম্ ও শোভন একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়লে, গুলি তার গায়েও লাগল, কিন্তু তার অত-বড় দেহের ভিতরে দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে গুলি ঢুকে কিছুই করতে পারলে না, সে এক এক লম্বা লাফ মেরে তেমনি বিকট স্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে শোভনদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল !

ডেন্‌হাম্ আবার গলা তুলে বললে, "সবাই মাটির ওপরে শুয়ে পড়! আমি বোমা ছুঁড়চি!"

বোমা ফাট্‌বার সময়ে কাছে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তারও আহত হওয়ার সম্ভাবনা। সবাই শুয়ে পড়ল—সেই হিংস্র দানবটার দিকে সজোরে বোমা ছুঁড়ে ডেন্‌হাম্‌ও ধরণীতলকে আশ্রয় করলে!

গড়াম্ ক'রে কাণ-ফাটানো শব্দের সঙ্গে বোমা ফেটে গেল—চারিদিকে ধূলো-ধোঁয়া-কাঠ-পাথর মাংস ও হাড়ের টুক্‌রো ঠিক্‌রে পড়তে লাগল এবং সকলেই শুনতে পেলে বিরাট এক দেহ মাটির উপরে এক প্রচণ্ড আছাড় খেলে!

সকলে আবার উঠে দাঁড়াল! প্রায় ডেন্‌হামের পায়ের কাছে এসে সেই জীবটার অজগরের মতন ভয়ানক মুখটা ছট্‌ফট্ করছে এবং তার দেহটা স্থির ও উপুড় হয়ে প'ড়ে রয়েছে ছোট-খাটো একটা পাহাড়ের মত!

আরো গোটাকয়েক গুলিবৃষ্টি করবার পর তার শেষ প্রাণটুকুও বেরিয়ে গেল।

শোভন বললে, "কি ভয়ানক! বোমা ছোঁড়বার পরেও এই জীবটা অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট জমি পার হয়ে এসেচে!"

ডেন্‌হাম্ আনন্দ ও গর্ব্বের স্বরে বললে, "কিন্তু এই রাক্ষসকে আমি কাৎ করেছি। একি যে-সে বোমা!"

শোভন বললে, "আমি যা ভেবেছিলুম্, তাই। যে কোন

কারণেই হোক্, এই দ্বীপে সেকেলে পৃথিবীর রাক্ষুসে জীবগুলো এখনও বেঁচে আছে!……কিন্তু এখন আমাদের এ-সব কথা ভাববার সময় নেই। এবার কোন্‌দিকে যাব?"

একজন নাবিক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "এই তো আমাদের পথ। দেখচেন না, জঙ্গল ভেঙে এখান দিয়ে যেন একটা পাগ্‌লা হাতী চ'লে গিয়েচে।"

নাবিক ঠিকই বলেছে। সকলে আবার সেই পথে পা চালিয়ে দিলে।

বেশীদূর যেতে হ'ল না! আবার সুমুখে এক মস্ত বাধা।

জঙ্গলের একপাশে নদীর জল প্রায় একটা হ্রদের মত জলাশয় সৃষ্টি করেছে। গরিলা-দানবের পায়ের দাগ সেই জলের ভিতরে নেমে গিয়েছে,—দেখলে বুঝতে দেরি লাগে না যে সে হ্রদ পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে।

হ্রদের গভীরতা পরীক্ষা ক'রে সকলেই বুঝলে এবারে আর পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া চল্‌বে না। এখন উপায়?

ডেন্‌হাম্ দম্‌বার পাত্র নয়। সে বললে "এস, সবাই মিলে গাছ কেটে ভেলা তৈরী করি। আমরা ভেলায় চ'ড়ে হ্রদ পার হব।"

তা ছাড়া উপায়ও ছিল না। সবাই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।

শোভন বললে, "আমার ভগ্নীর উদ্ধারের জন্যে আমাকে

যদি পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিকে যেতে হয়, যদি মরণের সম্মুখীনও হতে হয় তাতেও আমার ভাববার কিছু থাকবে না। এইমাত্র আমরা যে অদ্ভুত জীবের কবলে গিয়ে পড়েছিলুম, এই দ্বীপে হয়তো তার চেয়েও সব ভয়ঙ্কর জীবজন্তু আছে। হয়তো তাদের আক্রমণে আমাদের অনেকেরই প্রাণ যাবে। আমার ভগ্নীর জন্যে আপনারা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করবেন কিনা, এইবেলা সেই কথাটা ভেবে দেখুন। আমি নিশ্চয়ই মরণের দুয়ার পর্য্যন্ত এগিয়ে যাব, কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে এখনো ফিরে যেতে পারেন!"

সকলে একস্বরে ব'লে উঠল, "আমরা কাপুরুষ নই—মরতে ভয় পাই না।"

সাত
ডাইনসর

কতকগুলো মোটা মোটা গাছের গুড়ি কেটে শক্ত লতার বাঁধনে তাদের একসঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরী করা হ'ল। লম্বা লম্বা গাছের ডালের সাহায্যে ভেলা চালাবারও ব্যবস্থা হ'ল।

বাইশজন লোক সেই ভেলার পক্ষে গুরুভার হ'লেও ভেলা সে ভার কোনরকমে সহ্য করলে। তারপর ভেলাকে অন্য তীরের দিকে সাবধানে চালনা করা হ'ল।

খানিক দূর গিয়ে গাছের লম্বা ডাল যতটা-পারা যায় জলে ডুবিয়েও থই পাওয়া গেল না।

ডেন্‌হাম্ বললে, "আচ্ছা, ডালগুলোকে দাঁড়ের মত ব্যবহার কর। অবশ্য, আমরা আর ততটা তাড়াতাড়ি যেতে পারব না, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই।"

ডালগুলোকে দাঁড়ের মত ব্যবহার করাতে ভেলাটা টল্‌মল্ করতে লাগল।

ডেন্‌হাম্ বল্‌লে, "ভাই সব, সাবধান। ভেলা উল্টোলে আর রক্ষা নেই।"

হঠাৎ সমস্ত ভেলাটা একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল—যেন জলের ভিতরে কিসের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে।

সেই সঙ্গেই একসঙ্গে যেন পঞ্চাশটা ষাঁড় ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ক'রে উঠলো।

একজন নাবিক সভয়ে বললে, "হে ভগবান! ও আবার কি?"

জলের মধ্য থেকে ভেলার ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একখানা বীভৎস মুখ এবং বিরাট একটা দেহের কতক অংশ জেগে উঠল। সে মুখখানা এত বড় যে, এক গ্রাসে পাঁচ-ছয়জন মানুষকে গিলে ফেলতে পারে!

শোভন ব'লে উঠল—"ডাইনসর! ডাইনসর! ছবিতে আমি এ মূর্ত্তি দেখেচি!"

ভীষণ আতঙ্কে সকলে এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল! ভেলা উল্টে যায় আর কি!

হঠাৎ সেই ভয়াবহ ডাইনসর জলের ভিতরে আবার ডুব মারলে। নাবিকরা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে, কিন্তু শোভন ও ডেন্‌হাম্ দেখলে, জলের ভিতর দিয়ে মস্ত একটা ছায়া ভেলার দিকে এগিয়ে আসছে।

ডেন্‌হাম্ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "ভেলা সামলাও—ভেলা সামলাও!" কিন্তু তার মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে সেই ক্রুদ্ধ জীবটা ভেলার তলায় বিষম এক ঢুঁ মারলে। পরমুহূর্ত্তে ভেলাখানা টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে শূন্যে ঠিক্‌রে উঠে আবার জলের ভেতরে গিয়ে পড়ল।

শোভন, ডেন্‌হাম্ ও অন্যান্য নাবিকরা পাগলের মত ও-পারের দিকে সাঁতরে চল্‌ল। ভাগ্যে তীর আর বেশী দূরে

ছিল না, সবাই কোনরকমে ডাঙায় গিয়ে উঠে পড়ল—কেবল একজন ছাড়া। ডাঙায় উঠে শোভন ও ডেন্‌হাম্ তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দেখলে, ডাইনসরটা আবার জলের উপরে মাথা তুলেছে এবং তার চোয়ালের একপাশ দিয়ে এক হতভাগ্যের পা দুটো বেরিয়ে তখনো ছট্‌ফট্ করছে।

ডেন্‌হাম্ শিউরে ব'লে উঠল, "বোমা! একটা বোমা দাও।"

একজন নাবিক বললে, "বোমা জলে তলিয়ে গেছে।"

—"বন্দুক, বন্দুক, একটা বন্দুক!"

—"তাও জলের ভেতরে।"

—"মূর্খ! তোমার নিজের বন্দুকটাও রক্ষা করতে পারো নি?"

—"আপনিও তো নিজের বন্দুকটা জলে ফেলে এসেচেন।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাক্ গে, আর কিছু বলতে চাই না। কিন্তু চোখের সামনে ও-বেচারার প্রাণ গেল, আর আমরা কিছু করতে পারলুম না।"

শোভন বললে, "আর এখানে থাকলে এইবারে আমাদেরও প্রাণ যাবে। ঐ দেখ, ডাইনসরটা ডাঙার দিকেই আসচে। জলে-স্থলে ওর অবাধ গতি।"

সবাই আবার প্রাণপণে ছুটল—হ্রদের ধার ছেড়ে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ঢালু পাহাড়ের গা বয়ে।

পিছনে আর কোন শব্দ নেই শুনে সবাই আবার দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

কিন্তু ভগবান সেদিন তাদের কপালে বিশ্রাম লেখেন নি। এক মিনিট জিরুতে না জিরুতে নীচের দিকে জঙ্গল ভাঙার শব্দ হ'ল।

ডেন্‌হাম্ আঁৎকে উঠে বললে, "আবার সেই ডাইনসর আসচে নাকি ?"

শোভন বললে, "চুপ। নীচের ঐদিকটায় চেয়ে দেখ !"

সেই গরিলা-দানব—রাজা কং! তার ডানহাতের মুঠোয় তখনো মালবিকা অজ্ঞান হয়ে আছে !

কী বৃহৎ তার দেহ—বড় বড় গাছের উপরেও তার মাথা জেগে আছে। অতি যত্নে মালবিকাকে নিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা ব'য়ে সে উপরে উঠে আসছে এবং মাঝে মাঝে মালবিকার দেহের দিকে যেন সস্নেহেই তাকিয়ে দেখছে।

আচম্বিতে পাশের জঙ্গল ভেদ ক'রে আরো দুটো বেয়াড়া, ভীষণ-দর্শন জানোয়ার কংয়ের সাম্‌নে এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল। দেখতে কতকটা গণ্ডারের মত, কিন্তু মাথায় তারা প্রায় হাতীর সমান উঁচু এবং তাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে তিন-তিনটে ক'রে ধারালো শৃঙ্গ !

ডেন্‌হাম্ চুপিচুপি সভয়ে বললে, "ও আবার কি সৃষ্টিছাড়া জীব ?"

শোভন বললে, "ট্রাইশেরোটপ্! ওরাও সেকেলে পৃথিবীর জীব।"

ট্রাইশেরোটপ্‌দের দেখেই কং যেন তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠল! সে তখনি একটা উঁচু টিপির উপরে মালবিকার দেহকে নিরাপদ করবার জন্যে তুলে রাখলে এবং তারপর প্রকাণ্ড একখানা পাথর তুলে গর্জ্জে উঠে সজোরে একটা ট্রাইশেরোটপের দিকে নিক্ষেপ করলে! কংয়ের হাতের জোরে ও পাথরের ভারে ট্রাইশেরোটপের একটা শৃঙ্গ তখনি ভেঙে গেল!

ডেন্‌হাম্ সবিস্ময়ে বললে, "ও দানবের দেহের শক্তি স্বচক্ষে দেখেও যে বিশ্বাস হচ্ছে না। ও পাথর ছুঁড়লে, না, একটা পাহাড় তুলে ছুঁড়লে? অত-বড় পাথর কোন জ্যান্ত জীব তুলতে পারে?"

এদিকে সঙ্গীর দুর্দ্দশা দেখে দ্বিতীয় ট্রাইশেরোটপ্‌টা ভয়ে পিছিয়ে আসতে লাগল। প্রথমটাও পালাই-পালাই করছে, কিন্তু তার আগেই আর-একখানা আরো-বড় প্রস্তর তুলে কং আবার তার দিকে সজোরে ছুঁড়লে—সঙ্গে সঙ্গে সেও মাটির উপরে লুটিয়ে প'ড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল! বিজয়-গৌরবে ফুলে উঠে কং সগর্ব্বে দুইহাতে ঘন ঘন নিজের বুক চাপ্‌ড়াতে লাগল!

শোভন বললে, "আর এখানে নয়। ঐ দেখুন, দ্বিতীয়

ট্রাইশেরোটপ্‌টা এদিকেই ছুটে আসচে। ওর আগেই আমাদের পালাতে হবে।

সকলে দ্রুতপদে পলায়ন করলে। কিন্তু ট্রাইশেরোটপ্‌টা তাদের চেয়েও বেশী তাড়াতাড়ি ছুটে আসছিল—সে তাদের দেখতে পেলে এবং এরা আর-একদল নতুন শত্রু ভেবে ভীষণ আক্রোশে তাদের আক্রমণ করলে।

সকলের পিছনে ছিল যে বেচারা, সে ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা গাছের উপরে চড়তে লাগল—কিন্তু ট্রাইশেরোটপের মাথার এক আঘাতে গাছটা মড়্‌-মড়্‌ করে ভেঙে পড়ল!

তারপরেই বুক-ফাটা এক আর্ত্তনাদ এবং তারপরেই ট্রাইশেরোটপের নিষ্ঠুর শৃঙ্গ আর-একজন অসহায় মানুষের কণ্ঠ চিরকালের জন্যে নীরব ক'রে দিলে!

আট
মানুষ-পোকা

সকলে একান্ত শ্রান্তভাবে টল্‌তে টল্‌তে একটা বড় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে পড়ল।

মানুষের শরীরে আর কত সয়? সাহস ও বীরত্বেরও একটা সীমা আছে। এই খানিক আগেই যারা বলেছিল 'আমরা মরতে ভয় পাই না', এখন তারাই আর সে কথা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। ভেলা ডোবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের সমস্ত আশা ফুরিয়ে গিয়েছে। তারা এতক্ষণে বুঝলে, যেখানে পদে পদে এমন সব মারাত্মক বিপদ, সেখানে নিরস্ত্র ক্ষুদ্র মানুষ কোন কাজই করতে পারবে না!

তখনো হাল ছাড়েনি খালি শোভন ও ডেন্‌হাম্‌।

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "মিঃ সেন, আমার এক প্রস্তাব আছে। আমার বিশ্বাস, খালি-হাতে ঐ দানবের কাছ থেকে মিস্‌ সেনকে আমরা কখনোই উদ্ধার করতে পারব না। তার চেয়ে আর এক কাজ করলে কেমন হয়?"

—"কি কাজ?"

—"আমাদের একজন এখান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ গরিলা-দানবের গতিবিধির উপরে দৃষ্টি রাখুক। দলের বাকি লোকরা কোনরকমে ফিরে গিয়ে আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসুক।"

—"এ পরামর্শ মন্দ নয়। আপনারা ফিরে যান, আমি এখানে থেকে ঐ দানবের উপরে পাহারা দি।"

—"কিন্তু ঐ দেখুন মিঃ সেন, দানবটা আবার এই দিকেই আসচে। ও কি আমাদের দেখতে পেয়েচে?"

মালবিকার অচেতন দেহ সেইভাবে করতলে নিয়ে কং আবার এই দিকেই আসছে বটে! কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয় না, সে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে। কারণ সে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

খানিকটা এগিয়ে এসেই সে আবার থেমে দাঁড়াল! একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখে নিলে। তারপর পাহাড়ের গা বয়ে এক দিকে নামতে লাগল।

অত্যন্ত সন্তর্পণে সবাই উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লে, অল্প নীচেই আর একটা পাহাড়ে-নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত রয়েছে সুদীর্ঘ একটা গাছের গুড়ি। হয়তো কবে কোন্ ঝড়ে প'ড়ে গিয়ে গাছটা এই স্বাভাবিক সেতুর সৃষ্টি করেছে।

কং সেই সেতু পার হয়ে ওপারের জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শোভন বললে, "আমিও সেতু পার হয়ে ওর পিছনে পিছনে চল্‌লুম। আপনারা ফিরে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসুন। আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।" এই

ব'লে সেও পাহাড়ের গা বয়ে সেতুর দিকে নামতে লাগল।

নামতে নামতে সে দেখলে, সেতুর প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে, নদীর তীরে তীরে শত শত অজানা ও ভয়ানক জীব বিচরণ করছে। কোনটা মাকড়সার মতন দেখতে, কিন্তু আকারে বড়-জাতের কচ্ছপকেও হার মানায়। কোন কোন জীব অনেকগুলো শুঁড় নেড়ে বেড়াচ্ছে, অক্টোপাসের মত। কোন-কোনটা গিরগিটির মত—কিন্তু কুমীরের মত মস্ত গিরগিটি! তারা সবাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে! শোভন শিউরে উঠে ভাবলে, নরকও বোধ করি এই দ্বীপের চেয়ে ভয়ানক নয়!

এদিকে ডেন্‌হাম্‌ও তার দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্ত্র হাতে নিয়েও মানুষ এখানে নিরাপদ নয়, এখন আবার সকলকে নিরস্ত্র অবস্থায় এই সুদীর্ঘ পথ পার হ'তে হবে। হয়তো ফেরবার পথে আরো কত লোকের প্রাণ নষ্ট হবে। সেই বিষম হ্রদ! তার জলের তলা দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত সব কালো ছায়া আনাগোনা করে—মানুষ সেখানে অসহায় কীট মাত্র, তার জীবনের কোন মূল্যই নেই!

সকলে অত্যন্ত নাচারের মত অগ্রসর হ'তে লাগল—সকলেই বোবা ও বিমর্ষ, জাহাজে ফিরে যাবার জন্যেও কারুর মনে কিছুমাত্র উৎসাহ নেই!

কিন্তু সর্ব্বনাশ। সেই শয়তান ট্রাইশেরোটপ্ তখনো যে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে! সাম্‌নে এতগুলো মানুষকে দেখেই প্রবল পরাক্রমে সে আবার তিনটে শিং নেড়ে তেড়ে এল।

ডেন্‌হাম্ বললে, "নদীর ধারে—নদীর ধারে চল! সাঁকোর মত সেই গাছের ওপরে।"

সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই পাহাড়ে-নদীর তীরে,—সাঁকোর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

শোভন ততক্ষণে ওপারে গিয়ে হাজির হয়েছে। পিছনে গোলমাল শুনে ফিরে দাঁড়িয়েই দেখলে, তার সঙ্গীরাও সাঁকোর উপরে ছুটে আসছে এবং তাদের পিছনে পিছনে আসছে মূর্ত্তিমান বিভীষিকার মত সেই ট্রাইশেরোটপ্! ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি লাগল না!

এদিকে উপর থেকে কার এক বিপুল ছায়া তার গায়ের উপরে এসে পড়ল?

মাথা তুলতেই নজরে পড়ল, কংয়ের প্রচণ্ড মুখ পাহাড়ের পাশ থেকে উঁকি মারছে। পর-মুহূর্ত্তেই কংয়ের মুখ আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল—শোভন বুঝলে, কং তাদের আক্রমণ করতে আসছে।

সে চীৎকার ক'রে বললে, "পালাও—পালাও—মাথার ওপরে সাক্ষাৎ যম।"

দেখা গেল, আবার পাহাড়ের গা ব'য়ে কং লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে।

শোভন হেঁট হয়ে দেখলে, নদীর ধার থেকে পাহাড়ের যে-অংশটা খাড়া উপরে উঠেছে, তার ভিতরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গুহার মতন রয়েছে অনেকগুলো গর্ত্ত। পাহাড়ের উপর থেকে অগুন্তি আঙুর-লতা সেই সব গর্ত্তের মুখ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে! আঙুর-লতা যে কি-রকম শক্ত, শোভনের সেটা অজানা ছিল না। সে চট্ ক'রে একটা আঙুর-লতা ধ'রে ঝুলে পড়ল এবং একটা গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

ডেন্‌হাম্‌ও তখন সাঁকো পেরিয়ে নদীর এপারে এসে প'ড়েছিল, শোভনের দেখাদেখি সেও আর-একটা আঙুর-লতাকে অবলম্বন ক'রে আর-একটা গুহায় গিয়ে ঢুক্‌ল!

কং সাঁকোর মুখে এসে হাজির হ'ল। যে নারকীয় দেশে সে বাস করে, সেখানকার মূলমন্ত্র হচ্ছে—'হয় মারো, নয় মরো।' হিংসাই সেখানকার ধর্ম্ম! প্রত্যেক জীবই সেখানে অন্য জীবকে হিংসা করে। কাজেই জীবিত যা-কিছু, কং তাকেই শত্রু ব'লে ভাবে—তা সে আকারে ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্!

এতগুলো মানুষ-পোকাকে দেখে তাই কংয়ের আজ রাগের সীমা নেই! একটা বজ্র-দগ্ধ চূড়ো-ভাঙা গাছের গুড়ির উপরে মালবিকার জ্ঞানহারা দেহকে সকলের নাগালের

বাইরে রেখে, কং সশব্দে তার বুক চাপ্ড়াতে লাগল—যেন সে সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করছে !

কংয়ের কাছে পোকার মতই ক্ষুদে ক্ষুদে সেই মানুষগুলো তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কি, উভয়-সঙ্কটে প'ড়ে তাদের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে। সাঁকোর এদিকে দাঁড়িয়ে কং করছে যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি, এবং সাঁকোর ওদিকে দাঁড়িয়ে তিন-তিনটে শিং উঁচিয়ে তড়্পাচ্ছে সেই বিশ্রী ট্রাইশেরোটপ্। তুচ্ছ এক গাছের গুড়ির সাঁকো, তার উপরে আঠারোজন অসহায় মানুষ—একবার পা ফস্কালেই আর রক্ষা নেই !

কং গাছের গুড়িটা ধ'রে একবার একটা ঝাঁকানি দিয়ে দেখলে। মানুষগুলো অম্‌নি গুড়ি জড়িয়ে ধ'রে আর্তনাদ ক'রে উঠল শুনে কং নিজের ভাষায় কচর্-কচর্ ক'রে কি যেন বলতে লাগল।

শোভন গুহা থেকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে, "হুঁসিয়ার ! হুঁসিয়ার !"

কং শোভনকে দেখে তার দিকেই দুই পা এগিয়ে এল,—কিন্তু তারপরেই কী ভেবে আবার সাঁকোর মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

ডেন্‌হাম্ নিজের গুহার ভিতর থেকে একখানা বড় পাথর দু-হাতে তুলে কংকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। সে-পাথরখানা

কোন মানুষের উপরে গিয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘট্‌ত, কিন্তু তার আঘাত কং গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সে দুইহাতে কাঠের গুড়ির একমুখ তুলে ধ'রে ক্রমাগত ডাইনে-বামে নাড়া দিতে লাগল!

দুইজন হতভাগ্য লোক গাছের গুড়ি থেকে ফস্‌কে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে নীচে প'ড়ে গেল। সেখানে নদীর জল ছিল না। প্রথম লোকটা নীচে প'ড়ে একটুও নড়ল না। কিন্তু সে পড়বামাত্রই কুমীরের মত মস্ত একটা গিরগিটি এসে তার দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় লোকটা পড়ল নীচের দিকে পা ক'রে—তার কোমর পর্য্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। হয়তো সে বেঁচে যেত, কিন্তু সে যখন কাদা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছে, তখন কোথা থেকে দলে দলে প্রকাণ্ড কাছিমের মত মাকড়সা এসে তাকে আক্রমণ করলে। সে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল এবং সেই হিংস্র মাকড়সাগুলো তার গা থেকে ডুমো ডুমো মাংস খুবলে খেতে লাগল।

কং আবার গুড়ি ধ'রে নাড়া দিলে, আবার কয়েকজন লোক নীচে গিয়ে পড়ল। আবার গুড়ি ধ'রে নাড়া, আবার মনুষ্য-বৃষ্টি!

আর একজন মাত্র মানুষ সাঁকোর উপরে আছে। সে এমন প্রাণপণে গুড়িটা জড়িয়ে রইল যে, কং অনেক নাড়া

দিয়েও তাকে স্থানচ্যুত করতে পারলে না। তখন সে এক-টানে গুড়ি-সুদ্ধ মানুষকে শূন্যে তুলে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করলে। নদীগর্ভ তখন হরেক-রকম বীভৎস জানোয়ারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আসন্ন ভোজের সম্ভাবনায় তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়তে লাগল এবং আহত মানুষদের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদে আকাশ, বাতাস, পর্ব্বত ও অরণ্য ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

নিজের গুহায় নিরুপায় হ'য়ে ব'সে মহা আতঙ্কে ও স্তম্ভিত নেত্রে শোভন এই সব হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনা দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়েই এক বিরাট মাকড়্সা দ্রাক্ষা-লতা বেয়ে কখন্ যে উপরে উঠতে সুরু করেছে, শোভন প্রথমটা তা টের পায় নি। যখন দেখতে পেলে, মাকড়্সাটা তখন প্রায় গুহার মুখে এসে পড়েছে। দুটো ক্ষুধার্ত্ত ড্যাব্‌ডেবে ভীষণ চক্ষু শোভনের দিকে তাকিয়ে আছে। শোভন তাড়াতাড়ি ছোরাখানা বার করলে—এই ছোরাখানাই তখন তার একমাত্র সহায়। সে ছোরার আঘাতে দ্রাক্ষালতা কেটে দিলে—লতাশুদ্ধ মাকড়্সাটা নীচে প'ড়ে গেল।

ডেন্‌হামের চীৎকার শোনা গেল—"মিঃ সেন! মিঃ সেন!"

আবার কি ব্যাপার, দেখবার জন্যে শোভন গুহার ভিতর থেকে মুখ বাড়ালে। একখানা লোমশ, কৃষ্ণবর্ণ গাছের

গুঁড়ির মতন প্রকাণ্ড বাহু পাহাড়ের উপর থেকে গুহার দিকে নেমে আস্‌ছে। পাহাড়ের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে কং তাকে ধরবার চেষ্টা করছে! শোভন সাঁৎ ক'রে গুহার ভিতরে স'রে গেল। তারপর হাতখানা যেই গুহার মুখে এল, শোভন অমনি তার উপরে বসিয়ে দিলে ছোরার এক ঘা! হাঁউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে কং তখনি হাত সরিয়ে নিলে! নিজের রক্তমাখা হাতের দিকে তাকিয়ে সে সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল—'মানুষ-পোকাগুলো তাহ'লে কামড়াতেও জানে!' ওদিকের গুহা থেকে ডেন্‌হাম্ একখানা বড় পাথর ছুঁড়লে,—পাথরখানা সিধে এসে ঠক্ ক'রে তার নাকের ডগায় লাগল। চোট্ খেয়ে কং আরো চ'টে গেল—অ্যাঃ, আমার নাকের ডগায় পাথর ছুঁড়ে মারা? রোস্ তো, মজাটা দেখাচ্ছি তবে! বোধ হয় এইরকম একটা-কিছু ভেবেই কং আবার পাহাড়ের ধারে ঝুঁকে প'ড়ে, গুহার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে শোভনকে খুঁজতে লাগল—ছেলেরা যেমন ক'রে দেয়ালের গর্ত্তে হাত ঢুকিয়ে পাখীর বাচ্চা খোঁজে। শোভন আড়ষ্ট হ'য়ে সেই গুহার পিছনের দেওয়ালে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নয়

কুমীর-কাঙ্গারু

বাজ-পোড়া গাছের উপরে এতক্ষণ পরে মালবিকার জ্ঞান ফিরে এল।

প্রথমটা কিছুই তার মনে পড়ল না। একবার এপাশ, আর-একবার ওপাশ ক'রে ব্যথাবোধ হ'ল—আবার চিৎ হয়ে দেখলে, উপরে রোদের সোনার-জলে ধোয়া নীল আকাশ।

পিঠে কেন লাগে? কোথায় সে? ধড়্ মড়্ ক'রে উঠে ব'সে দেখে, চারিদিকে পাহাড়, বন, নদী! এখানে সে কেমন ক'রে এল?

আচম্বিতে তার মনের মধ্যে জেগে উঠল, অসভ্যদের ঢাক-ঢোলের আওয়াজ, গরিলারূপে নর্ত্তকদের নাচ, হাজার হাজার মশালের আলো, আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিলের প্রকাণ্ড ফটক, প্রান্তরের দুই থামওয়ালা পাথরের বেদী, সহস্র কণ্ঠের চীৎকার—এবং তারপর, সেই বিভীষণ গরিলা-দানব—রাজা কং! তখন তার সকল কথা মনে পড়ল।

খানিক তফাতেই দেখলে, পাহাড়ের ধারে ব'সে কং নীচের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে কি করছে! তাহ'লে এখনো সে তাকে ছাড়েনি! এই উঁচু গাছের গুড়ির উপরে এখনো সে কংয়েরই বন্দিনী?

আর একটা ভয়ানক ও কী জীব এদিকে আসছে? একি স্বপ্ন? একি সত্য? এমন জীব কি দুনিয়ায় থাকতে পারে? আকারে এ কংয়েরই মতন বিরাট, কিন্তু এর চেহারা যে কংয়েরও চেয়ে ভয়ঙ্কর! মাথায় পাঁচ-ছয়তলা বাড়ীর চেয়েও উঁচু, যেন একটা বিশালদেহ কুমীর কাঙ্গারুর মতন পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে!

মূর্ত্তিটা আরো কাছে এলে পর মালবিকা দেখলে, তার সামনেও দুটো পা আছে বটে, কিন্তু সে পা দুটো এত পল্‌কা যে, মুখে খাবার তুলে খাওয়া ছাড়া তার দ্বারা বোধ হয় আর কোন কাজ করাই চলে না। কিন্তু তার মুখ! কী ভীষণ, কী বীভৎস সে মুখ, দেখলেই যেন আর জ্ঞান থাকে না!

মূর্ত্তিটা ক্ষুধিত ভাবে রক্তরাঙা চক্ষে চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ মালবিকা তার নজরে পড়ে গেল! আর কোথায় যায়? পৃথিবী-কাঁপানো এক হুঙ্কার দিয়ে মালবিকার দিকে সে মস্ত এক লাফ মারলে! মালবিকাও মহা ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললে!

সেই হুঙ্কার আর এই আর্ত্তনাদ কংয়ের কানে গেল—বিদ্যুতের মতন ফিরেই সে সেই নরখাদক জীবটাকে দেখতে পেলে। গুহার ভিতরকার তুচ্ছ মানুষ-পোকার কথা ভুলে তখনি সে উঠে দাঁড়াল এবং বিষম আক্রোশে দুই হাতে বুক

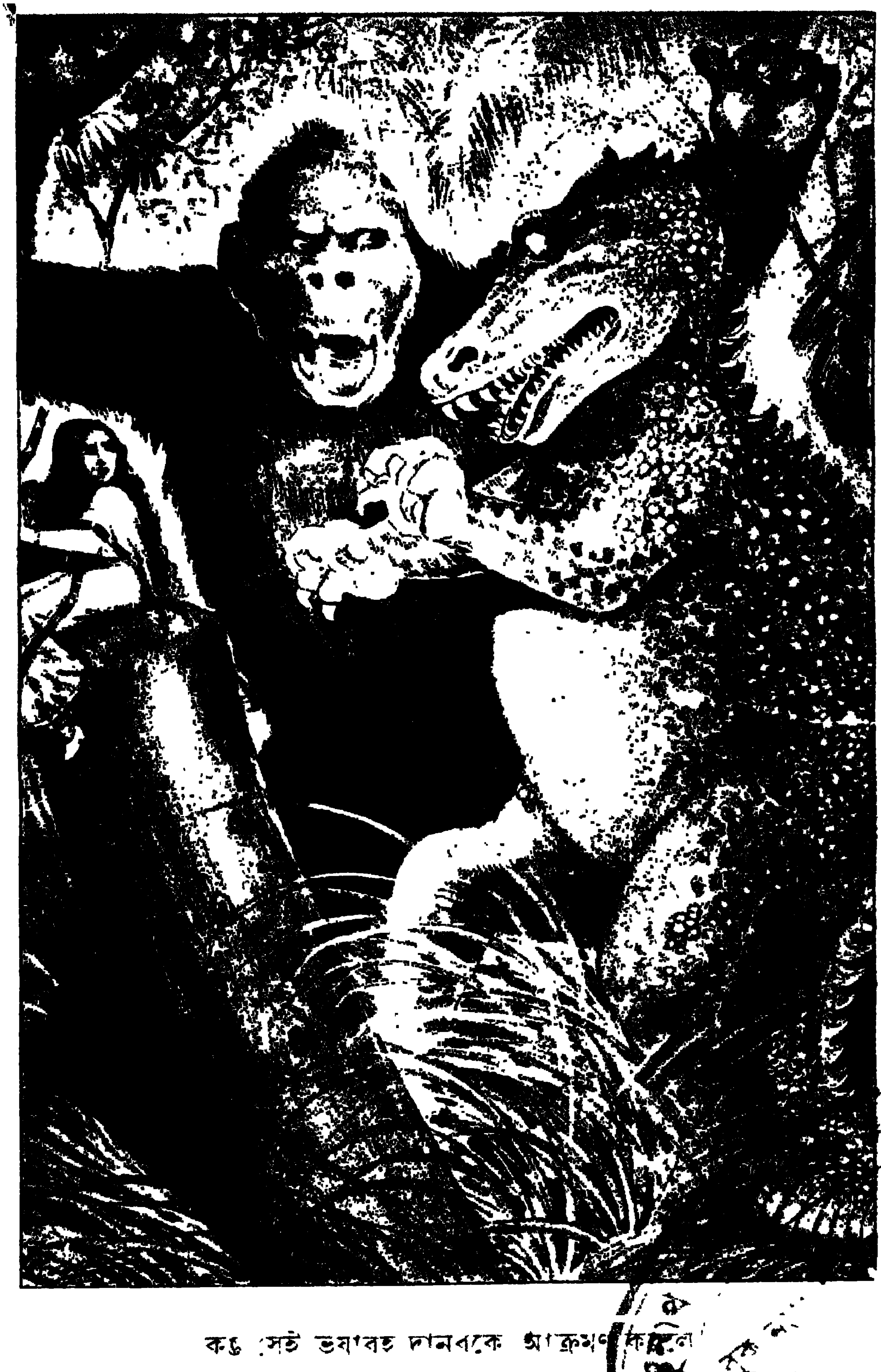

কঙ্ সেই ভয়াবহ দানবকে আক্রমণ করিল

পৃষ্ঠা—৫২

চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে ঝড়ের মতন বেগে ধেয়ে এসে সেই ভয়াবহ দানবকে অকুতোভয়ে আক্রমণ করলে !

দানবটার গজালের মতন বড় বড় দাঁতে যেন আগুন খেলে গেল—মস্ত এক হাঁ ক'রে সে কংকে কাম্‌ড়ে দিতে এল,—তারপরেই পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে দুই বিরাট দেহই 'পপাত ধরণীতলে' হ'ল ! কং পড়ল তার উপরদিকে। প্রথমটা মনে হ'ল, এই দানবটাকে কায়দায় আন্‌তে কংয়ের বেশী সময় লাগবে না,—কিন্তু ভুল ! সেও বড় সামান্য রাক্ষুসে জীব নয় ! কং দুই হাতে তার গলা টিপে ধ'রেছিল বটে, কিন্তু তার পিছনের বিষম মোটা বলবান পাদুটো দিয়ে সে শত্রুর বুকে এমন প্রচণ্ড লাথি মারলে যে, অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়েও কং কিছুতেই নিজেকে সাম্‌লাতে পারলে না—বেজায় একটা ডিগ্‌বাজি খেয়ে সে বহুদূরে ছিট্‌কে নীচে নদীর গর্ভে প'ড়ে যায় আর কি !

অতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে মালবিকা ব'লে উঠল—"না, না, না !"

মালবিকা চায়, কং জয়লাভ করুক্ ! কং বড় কম-ভয়ানক নয়, তার হাতে বন্দিনী হওয়াও মরণেরই সামিল,—কিন্তু এই ভূতুড়ে দানবের মুখগহ্বরে যাওয়ার চেয়ে কংয়ের কবলগত হওয়া অনেক ভালো !

কং কোনরকমে সে যাত্রা বেঁচে গিয়ে আবার উঠে দানবটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনের চীৎকারে

পাহাড়ের পাথরও যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে! দানব আবার তার সাংঘাতিক পা ছুঁড়লে—কং আবার দূরে ছট্‌কে গিয়ে ভূতলশায়ী হ'ল।

কং আবার উঠে দাঁড়াল। আর সে গর্জ্জনও করলে না, বুকও চাপ্‌ড়ালে না। বোধ হয় সে বুঝলে, এ-রকম বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ড শত্রুকে চেঁচিয়ে বা বুক চাপ্‌ড়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করা মিথ্যা! এবারে সে খুব সাবধানে এগিয়ে এল এবং তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে একটা ফাঁক্ খোঁজবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সব শত্রু তার কাছে নূতন নয়। এদের কাবু করবার ফিকির সে জানে।

কং হঠাৎ এক লাফে দানবের সুমুখে এল এবং তার উপরকার একখানা পা ধ'রে একেবারে ভেঙে মুচ্‌ড়ে দিলে। দানবটাও তার কাঁধ কাম্‌ড়ে ধরলে—কংও আবার তফাতে স'রে গেল!

কং আবার এল—আবার একলাফে দানবের গলা চেপে ধরলে—আবার দুজনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—এবং দানবটা আবার তাকে লাথি মারলে!

কিন্তু এবারের লাথিতে আর আগেকার জোর ছিল না—তাই লাথি খেয়ে মাটিতে পড়বার আগেই কং যা চাচ্ছিল সেই সুযোগটা পেলে,—সে দানবের পিছনের একখানা পা খপ্ করে ধ'রে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক মোচড় দিতেই দানবটা

একেবারে হুড়্মুড়িয়ে মাটির উপরে লম্বা হয়ে পড়ল! চোখের পলক ফেল্‌বার আগেই কং একেবারে তার পিঠে চ'ড়ে বস্‌ল এবং নিজের দুই পায়ে তার কাঁধ চেপে ধ'রে দুই হাতে তার দুই চোয়াল বাগিয়ে ধ'রে প্রাণপণ শক্তিতে দিলে এক বিষম হ্যাঁচ্‌কা-টান! কী হাতের জোর কংয়ের! দানবের সেই বৃহৎ চোয়াল চড়্-চড়্ ক'রে চিরে গেল! সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে কং আবার দাঁড়িয়ে উঠল! দানবটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় পাক্‌সাট্ খেতে খেতে যতই ছট্‌ফট করে, বিজয়-উল্লাসে অধীর হয়ে কং ততই হুঙ্কার দিয়ে ওঠে! তারপর দানবটার দেহ যখন একেবারে স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে গেল, কং তখন খুব খুসি হয়ে কচর্ কচর্ ক'রে নিজের ভাষায় কি বল্‌তে বল্‌তে বারংবার মালবিকার পানে তাকাতে লাগল,—যেন সে তার মুখে নিজের বীরত্বের জন্যে দু-চারটে বাহবা শুনতে চায়!

কিন্তু মালবিকার তখন কোন শক্তিই ছিল না—বিপুল উত্তেজনায় আবার তার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে! কং অত্যন্ত যত্ন ও মমতার সঙ্গে তার দেহকে তুলে নিলে।

এই বিশ্রী জানোয়ারটা নোংরা হাতে আবার তার ভগ্নীর দেহ স্পর্শ করছে দেখে শোভন রাগে যেন ক্ষেপে গেল—সে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু তারপরে এই ভেবে আত্ম-সংবরণ করলে যে, কংকে বাধা দেবার মিছে চেষ্টা ক'রে যেচে নিজের মরণকে ডেকে এনে

লাভ কি? তাতে তো মালবিকা মুক্তি পাবে না! তার পক্ষে এখন একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে, লুকিয়ে কংয়ের পিছনে পিছনে থাকা। তা হ'লেই যথাসময়ে ডেন্‌হাম্ লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে এলে মালবিকাকে উদ্ধার করা খুবই সহজ হবে।

ওদিকে কংয়ের ব্যবহার দেখে বেশ বোঝা গেল যে, গুহার ভিতরকার দুষ্ট মানুষ-পোকার কথা তার আর কিছুই মনে নেই! সে পুতুলের মতন মালবিকাকে নিজের হাতের চেটোয় নিয়ে আবার পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শোভন ও ডেন্‌হাম্ তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে দ্রাক্ষালতা বে'য়ে পাহাড়ের উপরে উঠল।

শোভন বললে, "পোল তো আর নেই! আপনি ওপারে যাবেন কেমন ক'রে?"

ডেন্‌হাম্ বললে, "যেমন ক'রে হোক্ নদী পার হবই! কিন্তু মিঃ সেন, এই নরকে আপনাকে একলা ফেলে যেতে আমার মন সরচে না।"

শোভন বললে, "আমার সঙ্গে থেকেই বা আপনি কি করবেন? খালি হাতে আমরা দু'জনে কিন্তু কংয়ের সঙ্গে লড়তে পারব না। বন্দুক চাই, বোমা চাই, লোকবল চাই। আপনি তাই আনতে যান। কংয়ের পিছনে কোন্ দিকে আমি গেছি, পথে সে চিহ্ন রেখে যাব।"

জলচর অজগর ও স্থলচর

দশ

জলচর-অজগর

কং কোন্ দিকে গেছে, তা খোঁজবার জন্যে শোভনকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। কোথাও ধূলোর উপরে প্রকাণ্ড পায়ের দাগ, কোথাও বা গাছের ভাঙা ডাল প'ড়ে রয়েছে,—সেই-সব চিহ্ন দেখে সে অনায়াসেই ঠিক পথে এগিয়ে চলল। সমস্ত শত্রু বধ ক'রে কংও এখন নিশ্চিন্ত হয়েছিল, তাই এখন সে পরম আরামে ধীরে ধীরে হেল্‌তে হেল্‌তে দুল্‌তে দুল্‌তে অগ্রসর হচ্ছিল,—কাজেই শোভন শীগ্রই তার নাগাল ধ'রে ফেললে। কিন্তু সে খুব সাবধানে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলতে লাগল,—কেননা একবার কংয়ের চোখে প'ড়ে গেলে তার যে কি দুর্দ্দশাটাই হবে, সেটা সে ভালো ক'রেই জানে! পথের উপরে নানা আকারের আরো-সব পায়ের দাগ দেখে এও সে বুঝতে পারলে যে, এখান দিয়ে কংয়ের মতন প্রকাণ্ড বহু রাক্ষুসে জীবই আনাগোনা ক'রে থাকে, তারাও তাকে দেখতে পেলে জামাই-আদর করবে না! এখানে পদে পদে বিপদ, একটু অন্যমনস্ক হ'লেই প্রাণটা বাজে-খরচ হ'তে বিলম্ব হবে না!

মাঝে মাঝে ভরসা ক'রে দু পা বেশী এগিয়ে সে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছে, মালবিকার অবস্থাটা। কিন্তু কংয়ের

হাতের চেটোয় সে বরাবর ঠিক এক ভাবেই স্থির হয়ে প'ড়ে রয়েছে—বোধ হয় এখনো তার মূর্চ্ছা ভাঙে নি।

জঙ্গল ক্রমেই পাৎলা হয়ে আসছে—ঝোপঝাপ, লতাপাতা আর বড় দেখা যায় না। খানিক তফাতে তফাতে বড় গাছ-গুলো কেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পাহাড়ের ঢালু গা ক্রমেই উপরে উঠে গিয়েছে—শোভনের চোখের সুমুখে এখন স্পষ্ট জেগে উঠল মড়ার মাথার খুলির মত সেই পাহাড়টার ন্যাড়া শিখর। কং সেই দিকেই যাচ্ছে।

শোভন বুঝলে, এই সব-উঁচু শিখরের উপরেই কংয়ের বাসা আছে। এখানে গাছপালা ঝোপঝাপ জঙ্গল নেই। কাজেই এখানকার সাংঘাতিক জীবজন্তুরা খুব-সম্ভব এদিকে বড়-একটা বেড়াতে বা শিকার খুঁজতে আসে না এবং কখনো যখনো এলেও কংয়ের তীক্ষ্ণ চোখের সামনে সহজেই তাদের ধরা পড়বার সম্ভাবনা! এই-সব বুঝে-সুঝেই বুদ্ধিমান কং হয়তো এখানে তার আস্তানা গেড়ে বসেছে!

শোভনের শরীর আর তার মনের বশে থাকতে চাইছে না! এখন বৈকাল। আজ খুব-ভোর থেকেই তার শরীরের উপর দিয়ে যে-সব ধাক্কা চ'লে যাচ্ছে, অন্য কেউ হ'লে এতক্ষণ হয়তো এ-সব সহ্য করতে পারত না। অন্য কেউ কেন, অন্য সময়ে সে নিজেই কি এতটা সইতে পারত? কেবল তার

আদরের বোনের মায়া-মাখা মুখখানিই এতক্ষণ তাকে দু পায়ের উপরে সোজা দাঁড় করিয়ে রেখেছে! তার বোনের জন্য আজ কত বিদেশী পর হয়েও প্রাণ দিলে, হয়তো আবার আরো কত লোক প্রাণ দিতে আস্‌ছে! আর রক্তের টান ভুলে এখন কি সে অমানুষের মত বিশ্রাম করতে পারে? নিজের শরীরকে নিজে-নিজেই ধমক দিয়ে সে ফের চাঙ্গা ক'রে তুললে—দ্বিগুণ উৎসাহে বেগে কয় পা এগিয়েই সে আবার চম্‌কে ও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল—কী সর্ব্বনাশ, তার খুব কাছেই ঐ যে কং! অতিরিক্ত উৎসাহকে দমন ক'রে আবার সে পিছিয়ে এল।

এমন সময়ে একটি দৃশ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। পাহাড়ের উপর মস্ত-বড় একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে হুড়-হুড় ক'রে জল বেরিয়ে আসছে! পাহাড়ের গর্ভে নদী! শোভন মুখ ফিরিয়ে দেখলে, ঢালু পাহাড়ের গা বয়ে খানিক দূর গিয়ে নদীর জলধারা একটা জঙ্গলের কাছে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।......এই দৃশ্য দেখে তখন তার আর কোন কথা মনে হ'ল না বটে, কিন্তু খানিক পরেই সে এক অদ্ভুত আবিষ্কার করলে।

ধীরে ধীরে সে ক্রমেই উপরে উঠছে। তারপর সূর্য্যের শেষ আলোক-রেখা যখন আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাই-যাই হয়েছে, কং তখন পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরের তলায় এসে

দাঁড়াল। সেখানে পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে চারিদিক থেকে খানিকটা নেমে গিয়েছে—মাঝখানে খানিকটা সমতল জায়গা। ঠিক যেমন সার্কাসের গ্যালারির মাঝখানে থাকে খেলা দেখাবার খোলা জমি।

সেই সমতল জায়গাটার একপাশে রয়েছে পুকুরের মত একটা জলাশয়। সেই পুকুরের দিকে কং সন্দেহপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কী দেখছে কং? পুকুরের কালো জল তো স্থির হয়ে আছে,—ওখানে জীবনের কোন লক্ষণই নেই। খানিকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কং আবার এগিয়ে গেল। পুকুরের উপরেই খাড়া-পাহাড়। এবং জল থেকে বিশ-পঁচিশ ফুট উপরেই সেই-খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা।

কংয়ের দেখাদেখি শোভনও পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইল। অল্পক্ষণ পরে সে লক্ষ্য করলে, পুকুরের যেদিকে খাড়া-পাহাড় নেই, কেবল সেইদিকে জল যেন চক্রাকারে ঘুরছে! এর মানে কি? তবে কি পুকুরের তলায় জল বেরুবার কোন পথ আছে?

ধাঁ ক'রে শোভনের মনে প'ড়ে গেল সেই সুড়ঙ্গ-নদীর কথা! পুকুরের জল যেদিকে ঘুরছে, সেইদিকেই খানিক আগে সে যে সেই সুড়ঙ্গ-নদী দেখে এসেছে! এ এক মস্ত আবিষ্কার।

শোভন ভাবতে লাগল, আজ সকালে প্রান্তরের কাছ সে প্রথম যে নদী দেখেছে, তারপর থেকে সারা পথেই জমি ধীরে ধীরে ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠেছে। এই পাহাড়ের শিখরের কাছে এসে চড়াই শেষ হয়েছে!

এই পাহাড়ে পুকুরের জল যখন এক জায়গায় চক্রাকারে ঘুরছে, তখন পুকুরের নীচে নিশ্চয়ই জল বেরুবার একটা পথ আছে। সে পথ কোথায় গেছে? নিশ্চয়ই খানিক-আগে-দেখা সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে!

এবং জল যখন বেরুচ্ছে, অথচ পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে না, তখন জলের যোগান আসছে কোথা থেকে? পাতাল থেকে? নিশ্চয়ই পুকুরের তলায় গুপ্ত উৎস আছে—পাহাড়ের উপরকার অধিকাংশ সরোবর বা হ্রদের তলাতেই যা থাকে।

প্রান্তরের কাছে সেই যে নদী, এই পাহাড়ের শিখরেই তার উৎস! পাহাড়ের গা ক্রমেই ঢালু হ'য়ে যখন প্রান্তরের প্রায় কাছে গিয়ে নেমেছে, তখন জলের ধারাও এঁকে বেঁকে ভীষণ ডাইনসরের হ্রদ হয়ে নিশ্চয়ই একেবারে সেই প্রান্তরের নদীর ভিতর দিয়েই বয়ে গেছে! শোভনের এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কি আশ্চর্য্য ফল হয়, একটু পরেই সেটা ভালো ক'রে বোঝা যাবে! তার হিসাব খুব ঠিক। কেউ একটা ছোট্ট নৈবেদ্যের আকারে মাটির পাহাড় বানিয়ে তার মাথায়

জল ঢেলে পরীক্ষা করলেই দেখবে, সে জল একেবারে নীচে না গিয়ে পারবে না!

ওদিকে কং তখনো কেন যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পুকুরের পানে তাকিয়ে আছে, শোভন তার কারণ বুঝতে পারলে না! সে ও বারকয়েক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুকুরের দিকে তাকাতে লাগল। একটু পরেই সে-রহস্যও স্পষ্ট হ'ল। পুকুরের কালো জলের তলায় আরো-বেশী-কালো কি-একটা যেন এঁকে-বেঁকে উপরে উঠে আসছে! মোষের পেটের মতন মোটা একটা অজগর সাপ! কংয়ের সাবধানী চোখ আগেই তাকে দেখে ফেলেছে এবং সে ও কংকে দেখেছে! সে ভয়ানক সাপটা যে কত লম্বা, ভগবানই তা জানেন—কিন্তু সে যখন জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে কংকে তেড়ে এল, তখনো তার দেহের নীচের দিকটা জলের ভিতরেই রইল!

ক্রুদ্ধ কং টপ্ করে এক হাত বাড়িয়ে পুকুরের উপরকার খাড়া-পাহাড়ের গুহার ভিতরে মালবিকার দেহকে রেখে দিলে, তারপর মহাগর্জ্জন ক'রে প্রতি-আক্রমণ করলে! তারপর সে কী ঝটাপটি! অজগরটা পাকে পাকে কংয়ের সর্ব্বাঙ্গকে নাগপাশে বেঁধে ফেল্‌লে, তারপর চেষ্টা করতে লাগল তাকে পুকুরের কালো জলে টেনে আনবার জন্যে! কং এবার খালি তার বজ্র-বাহু দিয়ে নয়, তার বড় বড় ধারালো দাঁত দিয়েও লড়ছে! সেই রুদ্রমূর্ত্তি কুমীর-দানব যা পারেনি

এই আশ্চর্য্য জলচর অজগর সেই অসাধ্যই সাধন করলে—নাগপাশের বাঁধনে কংয়ের দুই চক্ষু যেন ঠিক্‌রে কপালে উঠল! সে তবু দুই হাতে অজগরের গলা টিপে রইল এবং বার বার কামড় দিয়ে অজগরের ভীষণ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

…দেহের সমস্ত শেষ শক্তি এক ক'রে এবং দেহের প্রত্যেক মাংসপেশী ফুলিয়ে কং অজগরের মাথাটা দুই হাতে আপনার বুকে চেপে ধ'রে একেবারে থেঁৎলে ফেললে! অজগরের ল্যাজের দিকটা তখন ছট্‌ফট্‌ করতে করতে জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—কং এক পায়ে তাকে মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথাটা সজোরে পাহাড়ের উপরে আছ্‌ড়ে ফেললে! আবার দ্বীপের রাজা কংয়ের জয়! কিন্তু এবারে তার আর বিজয়-আনন্দ প্রকাশ করবারও শক্তি ছিল না—অজগরের নাগপাশ তার সেই বিরাট দেহকেও এম্‌নি অবশ ক'রে দিয়েছিল যে, সে টল্‌তে টল্‌তে মাটির উপরে ধপাস্‌ ক'রে ব'সে পড়ল! এমন-কি, সেই বিশাল অজগরের যে বিপুল কুণ্ডলী তখনো তার চারিপাশে পাকিয়ে আছে, তার বাইরে গিয়ে বসবার শক্তিটুকুও কংয়ের তখন ছিল না। দুই চোখ মুদে পাহাড়ের গায়ে মাথা কাৎ ক'রে রেখে ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ শব্দে সে হাঁপাতে লাগল।

শোভন দেখলে, এ এক সোনার সুযোগ। এমন সুযোগ

সে হারালে না,—পা টিপে টিপে কংয়ের পিছনদিক দিয়ে উপরে উঠে শোভন সেই খাড়াপাহাড়ের গুহার পাশে গিয়ে হাজির হ'ল।

বাইরে যখন দুই মত্ত দানবের বিষম লড়াই বেধে গেছে, গুহার ভিতরে মালবিকার তখন আবার জ্ঞানোদয় হয়েছে। পাথরের ঠাণ্ডা, আদুড় গা ছুঁয়ে সে ভাবলে, এ আবার আমি কোথায় এলুম? কং কোথায় গেল? বাইরেও মাতামাতি আর দাপাদপি করছে কারা? আবার কি কোন নতুন দানবের আবির্ভাব হয়েচে,—না ভূমিকম্প হচ্ছে?

গুহার মুখ খোলাই রয়েচে। বাইরে কি কাণ্ড-কারখানা চলছে, সেটা একবার উঁকি মেরে দেখে আসবার জন্যে মালবিকার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, কিন্তু তার ভরসায় কুলালো না!

হঠাৎ গুহার মুখে কার ছায়া এসে পড়ল! মালবিকার বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠল! পা টিপে টিপে চুপিচুপি এ আবার কোন্ নতুন শত্রু গুহার ভিতরে তাকে আক্রমণ করতে এল? মালবিকা ভয়ে সেদিকে তাকাতে পারলে না।

—"মালবি, মালবি—শীগ্‌গির্ ওঠ্!"

এ যে তার দাদার গলা। কংয়ের গুহায় তার দাদা? অসম্ভব! সে ভুল শুনছে। সে স্বপ্ন দেখছে। সে পাগল হয়ে গেছে!

—"শীগ্‌গির শীগ্‌গির! মালবি, আমি এসেচি! যদি বাঁচতে চাস্, এখান থেকে পালাতে চাস্, তবে উঠে পড়্— দেরি করিস্ নে!"

—"দাদা, দাদা! আমার দাদা এসেচ!"

—"চুপ! পরে দাদা ব'লে ডাকবার আর কথা কইবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কং এখনি আসবে, আর তা'হ'লেই আমি মারা পড়ব। উঠে আয়!"

—"কোথায় যাব?"

—"গুহার ধারে আয়। ঠিক তলাতেই একটা পুকুর দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?"

—"হ্যাঁ।"

"তুই তো খুব ভালো সাঁতার আর 'ডাইভ্' করতে জানিস্। এখান থেকে লাফিয়ে পুকুরে পড়তে পারবি?"

—"পারব। কিন্তু তারপর? পুকুর তো ঐটুকু! আর ঐখানেই যে কং ব'সে আছে! আমরা পালাব কেমন ক'রে?"

—"সে কথা পরে বলব। এখন কংকে পুকুরের ধার থেকে সরাতে হবে। নইলে, বলা যায় না তো, পুকুরের ভিতরে হাত বাড়িয়েই হয়তো সে আমাদের ধ'রে ফেলবে! তুই তৈরি হয়ে থাক্। আমি বললেই লাফিয়ে পড়বি। আমি কংকে রাগিয়ে দি!"

গুহার ধার থেকে বড় বড় পাথর তুলে নিয়ে শোভন

ছুঁড়তে লাগল, কংকে টিপ্ ক'রে! সঙ্গে সঙ্গে সে যা-মনে-আসে তাই ব'লে চ্যাচাতে লাগল—"ওরে ছুচো কং! ওরে নেংটি ইঁদুর! ওরে ক্ষুদে খোকা! ওরে খেড়ে পোকা! আয় এখানে, আমি তোর সঙ্গে আজ কুস্তি লড়ব!"

দৈত্য কং তখনো কাতরভাবে হাঁপাচ্ছিল। দু-একটা পাথর গায়ে লাগাতেই সে চম্কে চোখ খুলে দেখে—অ্যাঁঃ, ও কী ব্যাপার? তারই গুহার মুখে একটা মানুষ-পোকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ্যাচাচ্ছে, আর লাফাচ্ছে, আর তাল ঠুক্ছে! যেখানে যমও ভয়ে ঢোকে না, সেখানে একটা বাজে মানুষ-পোকা তিড়িং-মিড়িং করছে! এও কি সহ্য হয়?

হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে কং দাঁড়িয়ে উঠল! নিজের সমস্ত কষ্ট ভুলে কালবোশেখীর কালো মেঘের মত কং রুদ্র-মূর্ত্তিতে গুহার পথে উঠতে লাগল!

আরে গেল! মানুষ-পোকাটা এখনো যে নাচে, ঢিল ছোঁড়ে, তাল ঠোকে! ওটা কি জানে না আমি হচ্ছি বিশ্ব-জয়ী রাজা কং, আর ও গুহা হচ্ছে আমারই রাজবাড়ী, আর ওখান দিয়ে পালাবার কোন পথ নেই?

একটা ঢিল্ তার হাঁ-করা মুখের মস্ত গর্ত্তে ঢুকে তার গলায় গেল আট্কে! মুস্কিলে প'ড়ে সে খক্-খক্ ক'রে খানিক কেশে ঢিল্টাকে গলা থেকে বার ক'রে দিলে। ক্ষুদে মানুষ-পোকার নষ্টামি দেখে কং রেগে টং হয়ে উঠল! দুই

হাতে বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে সে প্রায় গুহার কাছে এসে পড়ল!

আরে—আরে—ও কী? মানুষ-পোকা আর সেই জ্যান্ত পুতুল-মেয়েটা যে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল! ওদের ভরসা তো কম নয়—এখনি ডুবে মরবে যে!

গুহার ধারে মুখ বাড়িয়ে কং অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল! সেও ওদের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে না, ঐখানেই তার হার! তার তালগাছ-সমান দেহ নিয়ে সাধারণ নদী বা হ্রদ সে অনায়াসেই হেঁটে পার হয়ে যেতে পারে,—কিন্তু সে জানে, পুকুরের গভীর জলে তার বিশাল দেহও থই পাবে না!. পায়ের তলায় মাটি থাকলে কং অসম্ভবও সম্ভব করতে পারে, কিন্তু অথই জলে সে সাঁতার কাট্‌তে পারে না!

কিন্তু মানুষ-পোকা আর পুতুল-মেয়েটা তো ডুবল না! মাছের মত সাঁতার কেটে ওরা যে পুকুরের ওপারের দিকে ভেসে যাচ্ছে! বটে! ঐদিকে গিয়ে ডাঙায় উঠে তোমরা আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাতে চাও? হুঁঃ, কংয়ের হাত ছাড়িয়ে পালানো এত সোজা নয়,—দাঁড়াও, মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি!

কং আবার লাফিয়ে লাফিয়ে পুকুরের দিকে নেমে আসতে লাগল!

সাঁতার কাটতে কাটতে শোভন ও মালবিকা কংয়ের উপরে দৃষ্টি রাখতে ভোলেনি।

শোভন বললে, "মালবি! তাড়াতাড়ি! কং নীচে আসবার আগেই আমাদের ওপারের কাছে যেতে হবে!"

মালবিকা বললে, "কিন্তু ওপারে গিয়ে ডাঙায় উঠলেই তো কং আবার আমাদের ধ'রে ফেলবে!"

—"আঃ, যা বলি শোন্ না! কং আমাদের কিছুই করতে পারবে না!"

কং যখন পুকুরের পাড়ে এসে নাম্‌ল, শোভন ও মালবিকা তখন পুকুরের ওপারের কাছে এসে পড়েছে!

বড় বড় কয়েকটা লাফ মেরে কং ওপারে ডাঙার উপরে গিয়ে হাজির হ'ল। পুকুরের দুই দিকে তার দুই সুদীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে কং শোভন ও মালবিকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল—তার তখনকার ক্রুদ্ধ চেহারা দেখলে বুকের রক্ত জল হয়ে যায়!

মালবিকা সভয়ে ব'লে উঠল, "দাদা, এইবারেই আমরা গেলুম!"

শোভন বললে, "কোন ভয় নেই। শোনো, যতটা পারো নিঃশ্বাস নাও। একেবারে পুকুরের তলায় ডুব দাও। এইখানে একটা বড় সুড়ঙ্গ আছে। নীচে গিয়ে সাঁতার কেটো না। হাত দুটো দিয়ে মাথা চেপে রাখো। এস!"

খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে শোভন ডুব দিলে। মালবিকাও তাই করলে।

খানিকটা নীচে নামতেই জলের ভিতরে তারা একটা প্রবল টান অনুভব করলে—এবং সেই টানে তাদের দেহ তীরবেগে ছুটে চলল—হয়তো কোন্ অজানা মরণের দিকেই! তারা বেশ বুঝলে, জলের গতি যেদিকে, এখন হাজার বাধা দিলেও সেদিক ছাড়া আর কোনদিকে তাদের যাবার উপায় নেই! তাদের দেহ ঘুরতে ঘুরতে জলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এখন সামনে যদি কোন বাধা থাকে, তাদের দেহ তাহ'লে কাঁচের পেয়ালার মতই ভেঙে চুরমার্ হয়ে যাবে!

এইবারে মালবিকার কষ্ট হ'তে লাগল। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? এ ভেসে-যাওয়ার শেষ কোথায়—জলের টান্ কখন তাদের মুক্তি দেবে? আর বেশীক্ষণ এ ভাবে থাক্‌লে দম বন্ধ হয়েই সে যে মারা পড়বে!

আচম্বিতে জলের টান খুব ক'মে গেল—মালবিকা দেখলে, আলোয় জলের ভিতরটা ধব্‌ধব্ করছে! তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে জল কেটে পায়ের ঠেলায় নিজের দেহটাকে উপর-পানে তুলে দিলে!

কী আনন্দ! ঐ তো আকাশ—পূর্ণিমার রূপোর মতন উজ্জ্বল! তার সামনেই ভেসে চলেছে শোভন। তারা এখন এক নদীর ভিতরে এবং নদীর দুধারে খালি পাহাড় আর বন।

মালবিকা খুব খুসি হয়ে ব'লে উঠল, "দাদা, দাদা! এ আমরা কোথায় এলুম—কেমন ক'রে এলুম!"

শোভন বললে, "পুকুরের তলার স্থড়ঙ্গ দিয়ে আমরা এই নদীতে এসেচি। এই নদীর জন্ম ঐ পুকুরে। আর এই নদী গিয়ে পড়েচে একেবারে সেই প্রান্তরের কাছে! জলের যে-রকম টান দেখচি, আমাদের খালি ভেসে থাকলেই চলবে! এখানে এসেচি স্থলপথে, কিন্তু এখন জলপথে তার চেয়ে ঢের সহজেই আমরা প্রান্তরের কাছে গিয়ে পড়ব!"

মালবিকা বললে, "ওহো, কি মজা! কিন্তু দাদা, দৈত্য কং আমাদের পিছনে পিছনে তেড়ে আসচে না তো?"

শোভন বললে, "কং যাই-ই হোক্, সে পশু ছাড়া আর কিছুই নয়! কী কৌশলে আমরা তাকে ফাঁকি দিলুম, হয়তো সেটা সে বুঝতেই পারবে না! আর, যদিও বা পারে, তবে তাকে আসতে হবে স্থলপথে, অনেক ঘুরে। সে সাঁতার জানেনা, নদীর জল যেখানে খুব গভীর, সেখানে সে আসতে পারবে না। আমাদের আর ভয় নেই। কংয়ের ঢের আগেই আমরা প্রান্তরের কাছে গিয়ে পড়ব!"

এগারো
কংয়ের প্রত্যাগমন

প্রান্তরের উপর দিয়ে আবার নূতন একদল নাবিক খুলি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে একখানা বোট, ঝুলানো সাঁকো তৈরি করবার জন্যে রাশীকৃত দড়ীদাড়া, এবং আরো নানান রকম জিনিষ-পত্তর রয়েছে।

দলের আগে আগে দেখা যাচ্ছে কাপ্তেন ইঙ্গ্‌লহর্ণ ও ডেন্‌হাম্‌কে।

এরা সবাই চলেছে মালবিকা ও শোভনকে উদ্ধার করতে।

কাপ্তেন বললেন, "আমি খালি মিস্ সেন আর মিঃ সেনকেই উদ্ধার করব না। আমি কংকেও বন্দী করবার চেষ্টা করব!"

ডেন্‌হাম্ বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "কেন? কংকে বন্দী ক'রে কি হবে?"

কাপ্তেন বললেন, "আমাদের মুখের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি সভ্য জগৎকে দেখাতে চাই, কি ভীষণ দৈত্য এখনো এই পৃথিবীতে বাস করচে! আমাদের এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ উঠবে,—আর লোকের মুখে মুখে আমাদের নাম ফিরতে থাকবে, আমরা অমর হয়ে যাব!"

ডেন্‌হাম্ বললে, "কং হবে মানুষের হাতে বন্দী? অসম্ভব! পাগলের প্রলাপ।"

কাপ্তেন খাপ্পা হয়ে বললেন, "পাগলের প্রলাপ! কেন?"

ডেন্‌হাম্ বললে, "আপনি কংকে এখনো দেখেন নি ব'লেই এই কথা বলচেন! সে এক সজীব পাহাড়! পিঁপড়েরা যদি বলে 'মানুষকে বন্দী করব',—তাহ'লে সেটা কি তাদের পাগলামি হবে না? কংয়ের কাছে আমরা কীট পতঙ্গ পিঁপ্‌ড়ের মতই তুচ্ছ!"

কাপ্তেন বললেন, "কিন্তু সে পশু, আর আমরা হচ্ছি মানুষ। মানুষের বুদ্ধির কাছে পশুকে হার মানতেই হবে! কংকে বন্দী করব ব'লে আমি অনেক বোমা এনেচি।"

ডেন্‌হাম্ বললে, "বোমা আমাদেরও কাছে ছিল। তবু এতগুলো লোকের প্রাণ গেল!"

—"সেটা তোমাদেরই বুদ্ধির দোষে।"

—"মানলুম। কিন্তু বোমা ছুঁড়ে কংকে বড়-জোর আমরা হত্যা করতে পারি। তাকে হত্যা করা এক কথা, আর জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করা অন্য কথা!"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বোমার সাহায্যেই কংকে বন্দী করব! এ যে-সে বোমা নয়,—গ্যাসের বোমা—বিষাক্ত গ্যাসের বোমা!"

ডেন্‌হাম্ চমৎকৃত হয়ে মহা উৎসাহে একটা লম্ফ ত্যাগ

ক'রে বললে, "কি আশ্চর্য্য! এই সোজা কথাটা তো এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকে-নি! ধন্য আপনার বুদ্ধি! হ্যাঁ, বিষাক্ত বোমার ওপরে আর কোন কথা নেই বটে!"

কাপ্তেন হঠাৎ প্রান্তরের দিকে সচকিত চোখে তাকিয়ে বললেন, "ও কারা? ও কারা এদিকে আসে? মানুষ! একটি মেয়ে, একটি ছেলে!"

ডেন্‌হাম্ আহ্লাদে আর এক লাফ মেরে বললে, "আরে— আরে! ওযে মিস্ আর মিষ্টার সেন! অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! অবাক!"

শোভন ও মালবিকা প্রান্তরের উপর দিয়ে বেগে ছুটতে ছুটতে আসছে!

ডেন্‌হাম্ও তাদের দিকে ছুটে গিয়ে বললে, "মিঃ সেন—"

ছুটতে ছুটতেই বাধা দিয়ে শোভন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "সব কথা পরে শুনবেন! এখন পালিয়ে আসুন—ফটক বন্ধ করুন! কং আমাদের পিছনে পিছনে আস্‌চে!"

"কং?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন!"

কং আসছে শুনে সকলেরই পিলে চম্‌কে গেল। লাম্পি ব'লে একজন লম্বা-চওড়া নাবিক এতক্ষণ সঙ্গীদের কাছে বড়াই করতে করতে আসছিল যে, বোমা ছুঁড়ে কেমন ক'রে সে কংয়ের মোটা ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে! এখন কংয়ের নাম

শুনেই সকলের আগে সে ফটকের দিকে এমন লম্বা দৌড় মারলে যে, একবারও আর পিছন ফিরে চাইবার সময় পেলে না।

কেবল কাপ্তেন একবার বললেন, "আসুক না কং! আমরা এইখানে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করব!"

ডেন্‌হাম্ বললে, "না, না, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে! শীগ্‌গির পালিয়ে আসুন!" ব'লেই ডেন্‌হাম্ দৌড় মারলে! কং যে কী চীজ্, সেটা আর বুঝতে বাকি নেই।

দেখতে দেখতে প্রান্তর জনশূন্য হয়ে গেল!

ওদিকে উচ্চ প্রাচীরের উপর থেকে অসভ্যরা আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে দেখলে, তাদের রাজা কংয়ের বউ আবার ফিরে এসেছে। নিজেদের চোখকেই তারা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না! রাজা কংয়ের বউ ফিরে এসেছে, এমন অসম্ভব ব্যাপার সে-দেশে আর কখনো কেউ দেখে নি!

প্রান্তরের অরণ্যের ভিতর থেকে আচম্বিতে এক ভয়াবহ, বুক-দমানো গুরুগম্ভীর গর্জ্জন জেগে উঠল—সে গর্জ্জন শুনলে পাহাড়ের চূড়াও যেন খ'সে পড়ে!

বারো
কংয়ের বউ-খোঁজা

"কং! কং! কং!"—প্রাচীরের উপর থেকে হাজার হাজার কণ্ঠে চীৎকার উঠল—"কং! কং! কং!"

প্রান্তরের উপর দিয়ে পাঁচ-ছয়-তলা অট্টালিকার চেয়ে উঁচু কী-একটা মহাদানব বন্যার বেগে ধেয়ে আসছে—চারিদিকে ধোঁয়ার মতন ধূলারাশি উড়িয়ে! প্রান্তরের বড় বড় গাছ-গুলোও তার বুক পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

চীৎকার সমান চলল—"কং! কং! কং! কং! কং! কং! কং!"

অসভ্যদের রাজার কি হুকুম হ'ল—দলে দলে লোক ছুটে গিয়ে প্রাচীরের মস্ত-বড় ফটকটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলে!

"কং! কং! কং—রাজা কং তার বউকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আস্‌চে!"

কিন্তু ফটক বন্ধ হয়েও বন্ধ হ'ল না! তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবার আগেই কং তার হাতীর দেহের চেয়েও মোটা একখানা প্রকাণ্ড পা ফটকের ফাঁকের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে—আর হুড়্‌কো লাগানো অসম্ভব!

পাছে সে ভিতরে ঢুকে পড়ে, সেই ভয়ে শত শত মানুষ ফটকের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল—কং ভিতরে ঢুকলে কী অমঙ্গল যে ঘট্‌বে সকলেই তা জানে।

শোভন কাপ্তেনের দিকে ফিরে বললে, "মিঃ ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণ, এই বিপদের ভেতরে আমার ভগ্নীর আর থাকা উচিত নয়! ওকে আগে জাহাজে পাঠিয়ে দিন!"

কাপ্তেন সায় দিয়ে বললেন, "ঠিক বলেচেন মিঃ সেন। আচ্ছা আমি এখনি সে ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

তখন ফটকের ওদিকে কং, আর এদিকে শত শত অসভ্য মহা ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি সুরু ক'রে দিয়েছে! কয়েকজন জাহাজী গোরাও অসভ্যদের সঙ্গে যোগদান করলে।

আগেই বলেছি, কং তার পা দিয়ে ফটকটা ফাঁক ক'রে রেখেছিল। হঠাৎ সেই ফাঁকের ভিতরে হাত চালিয়ে সে একসঙ্গে দুজন অসভ্য ও একজন গোরাকে খপ্‌ ক'রে মুঠোর ভিতরে চেপে ধরলে এবং পরমুহূর্ত্তেই সেই তিনজনের দেহ আকারহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত হ'ল!

কং ফটকের উপরে আবার এক প্রচণ্ড চাপ দিলে—সঙ্গে সঙ্গে ফটকের উপরদিকের একটা অংশ সশব্দে ভেঙে পড়ল। তারপর সে এমন ধাক্কার পর ধাক্কা মারতে লাগল যে, ফটকের বাকি অংশও হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়তে দেরি লাগল না।

সমুদ্র-তীরে এসে দাঁড়াল যে প্রলয়ঙ্কর কালভৈরবের মূর্ত্তি, তাকে দেখেই হাজার হাজার অসভ্য পঙ্গপালের মতন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল! দুর্জ্জয় ক্রোধে কং আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সে প্রত্যেকবার পা ফেলছে আর তার বৃহৎ পদের চাপে প্রতিবারেই তিন-চারজন ক'রে লোকের দেহ ভেঙ্গে চটকে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কী সে গর্জ্জন! সেই গর্জ্জন শুনেই অনেকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছে।

মানুষগুলো কে মরল, কে পালালো, আর কেই বা বাঁচল, সে সব দিকে কংয়ের আজ কোন লক্ষ্যই নেই,—তার মুণ্ড চারিদিকে ঘুরছে, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চারিদিকে ফিরছে,—কিন্তু যাকে অন্বেষণ করছে তাকে যেন পাচ্ছে না।

কং খুঁজছে মালবিকাকে! সে সেই পুতুল-মেয়েকে আবার নিজের বাসায় নিয়ে যেতে চায়! কিন্তু মালবিকা তখন জাহাজে।

এইবারে কং অসভ্যদের গ্রামের দিকে ছুটল! সারি সারি কুঁড়েঘর। কং এক-একবার হাত ছোঁড়ে, আর এক-একখানা ঘরের চাল উড়ে যায়—দেওয়াল প'ড়ে যায়। কং অমনি সেই ঘরের ভিতরে হাত চালিয়ে যারা তার ভয়ে সেখানে গিয়ে লুকিয়েছিল সেই ক্ষুদে ক্ষুদে ঘৃণ্য মানুষ-পোকাগুলোকে টেনে টেনে বার ক'রে আনে, শূন্যে তুলে তাদের ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে—তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের ছুঁড়ে

ফেলে দেয় এবং কাতর আর্ত্তনাদ ক'রে সে-অভাগারা মাটিতে প'ড়ে ছটফট্ করতে করতে ম'রে যায়! কান্নায় আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে গেল!

দেখতে দেখতে অত-বড় গ্রামের সমস্ত ঘর তাসের বাড়ীর মত ধূলায় লুটিয়ে পড়ল—তবু কং যাকে খুঁজছে তাকে পেলে না! নিষ্ফল আক্রোশে সেই প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের নিহত ও আহত দেহগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কং তখন ভয়ঙ্কর চীৎকার করতে করতে বুক চাপ্‌ড়াতে লাগল! সে চীৎকার জাহাজে মালবিকার কাণেও পৌঁছলো। শুনে সে ভয়ে শিউরে উঠল,—তবু কং আর তার মাঝখানে আছে সমুদ্রের তরঙ্গ, যার কাছে কংয়ের শক্তি ব্যর্থ।

গ্রামের বাকি সমস্ত লোক তখন উচ্চ প্রাচীরের উপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। প্রধান পুরোহিত ও তার চ্যালারা তখন কংয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা করবার জন্যে সমস্বরে স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করলে! কিন্তু কং শান্ত হবে কি, মানুষ-পোকাগুলো অমন একতানে ঘ্যানর-ঘ্যানর করছে শুনে সে আরো রেগে যেন তিনটে হয়ে উঠল। বেগে দৌড়ে গিয়ে সে পাঁচিলের উপরে বার বার ধাক্কা মারতে লাগল। যখন দেখলে পাঁচিল একটু টল্‌লও না, তখন সুদীর্ঘ লাফ মেরে উপরে ওঠবার চেষ্টা করলে! কিন্তু কংয়ের দেহ বিশাল হ'লেও দেড় শো ফুট উঁচু পাঁচিলে লাফিয়ে উঠবার শক্তি তার ছিল না। তখন

সে বড় বড় পাথর ছুঁড়তে সুরু করলে। সেই পাথরের ঘায়েও অনেক লোক হত ও আহত হ'ল।

ওদিকে একেবারে সমুদ্রের জলের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল কাপ্তেন, শোভন, ডেন্‌হাম্‌ ও নাবিকের দল। বেগতিক দেখলেই সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্যে তারা সবাই প্রস্তুত হয়েই আছে!

কংয়ের কাণ্ড দেখে শোভন বললে, "মিঃ ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণ! আর তো এ দৃশ্য সহ্য হয় না। যত গণ্ডগোলের জন্যে অসভ্যরাই দায়ী বটে, কিন্তু তাদের যথেষ্ট শাস্তিই হয়েচে। ওরা অসভ্য হ'লেও মানুষ। আর কতক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে চোখের সামনে এমন নরহত্যা দেখব?"

কাপ্তেন বললেন, "কিন্তু আমরা কি করব বলুন! কং যেখানে আছে, তার চারদিকেই গাছপালা আর জঙ্গল! সে খোলা জায়গায় না এলে আমাদের বোমা ব্যর্থ হ'তে পারে। ঐ অসভ্য বনমানুষগুলোকে বাঁচাতে গিয়ে শেষটা কি নিজেরাই বিপদে পড়ব?"

কাপ্তেনের কথা ঠিক। শোভন আর কিছু বললে না।

এমন সময়ে হঠাৎ কং তাদের দেখতে পেলে। মালবিকার গায়ের রংয়ের মতন এদেরও গায়ের রং সাদা। তা হ'লে পুতুল-মেয়েটা নিশ্চয় ওদেরই দলে আছে। বোধ হয়, এমনি-

ধারাই কিছু ভেবে কং আবার গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে শোভনদের দিকে বেগে ছুটে এল !

কাপ্তেন তো তাইই চান। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "সবাই হাতে এক-একটা বিষাক্ত বোমা নাও। অতগুলো বোমা হয়তো দরকার হবে না, তবু বলা তো যায় না—সাবধানের মার নেই !"

মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকার মত কং তেড়ে আসছে—তার হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে দাঁতগুলো ঠিক ইস্পাতের ছোরার মতন চক্‌চক্ করছে, তার হাত দু'খানা বড় বড় থামের মতন আকাশের দিকে উঠে গেছে, তার সমস্ত দেহখানা রাগের আবেগে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে !

কাপ্তেন বীরবিক্রমে কংয়ের দিকে ছুটে এগিয়ে গেলেন। একটা নগণ্য মানুষ-পোকাকে দম্ভভরে এগিয়ে আসতে দেখে কং আরো বেশী ক্ষাপ্পা হয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল! পায়ের ক'ড়ে-আঙুলের টিপুনিতে যার নাড়ী-ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে, সে চায় তার সঙ্গে লড়াই করতে ! কী আস্পর্দ্ধা !

কাপ্তেন তার দিকে টিপ্ ক'রে বিষাক্ত গ্যাসের বোমা ছুঁড়লেন। বোমাটা কংয়ের আসবার পথের উপরে প'ড়ে গ'র্জ্জে উঠল ! কং অবাক হয়ে ভাবলে, ঐ একরত্তি জিনিষ এত-জোরে চ্যাচাতে পারে !

বোমার ধোঁয়ায় কংয়ের বিরাট দেহও ঢেকে গেল ! সেই

ধোঁয়ার বিশ্রী গন্ধটা তার মোটেই পছন্দ হ'ল না,—সে ভয়ানক কাশ্‌তে লাগল !

তারপরে শোভন এবং তারপরে ডেন্‌হাম্‌ও তার দিকে এক-একটা বোমা নিক্ষেপ করলে ! ধোঁয়া যেন পুরু মেঘের মতন কংকে গ্রাস ক'রে ফেললে !

কাপ্তেন বললেন, "ব্যাস্ ! দেখ, কি হয় ! আর বোধ হয় বোমা ছুঁড়তে হবে না !"

বোমার ধোঁয়ার ভিতর থেকে কং যখন বেরিয়ে এল, তখন তার আগেকার তেজ আর নেই ! তার পাদুটো তখন মাতালের মতন টল্‌মল্ করছে, মুণ্ডটা থেকে থেকে কাঁধের উপরে কাৎ হয়ে পড়ছে এবং ক্রমাগত কাশির ধমকে তার দম্ যেন বন্ধ হয়ে আসছে ! কিন্তু সমুদ্রের তীরে সুদীর্ঘ কালো ছায়া ফেলে প্রচণ্ড কুম্ভকর্ণের মত কং আসছে—আসছে—তবু আসছে ! ভয় কাকে বলে তা সে জানে না !

কাপ্তেন বিপুল বিস্ময়ে বললেন, "এই একটা বোমা এক-দল মানুষকে অজ্ঞান ক'রে দিতে পারে, কিন্তু ঐ আশ্চর্য্য দৈত্যটা তিন-তিনটে বোমা হজম-ক'রে ফেললে ! আচ্ছা বন্ধু, আমরা এখনো ফতুর হই নি,—এই নাও, তোমাকে আর একটা বোমা উপহার দিলুম ! আশা করি এইবারে তুমি লক্ষ্মীছেলের মত ঘুমিয়ে পড়বে !"

চতুর্থ বোমাটা কংয়ের বুকের উপরে দড়াম ক'রে ফেটে

আবার রাশি রাশি ধোঁয়া বমন করলে—সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর থেকে খানিকটা জলীয় বিষ তার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল! কং আর এক পাও চলতে পারল না, তার চোখ তখন অন্ধ এবং দমও যেন বন্ধ হয়ে গেল,—তবু কোনরকমে একটা মানুষ-পোকাকে ধরবার জন্যে সাম্‌নের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে সমুদ্র-তীরের বালির উপরে ধপাস্ ক'রে সটান সে প'ড়ে গেল!

শোভনের মনে হ'ল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হিড়িম্বা-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচও বোধ হয় এম্‌নি ক'রেই ধরাশায়ী হয়েছিল!

ডেন্‌হামের মনে হ'ল, তার সাম্‌নে যেন বিশ-পঁচিশটা হাতী পাশাপাশি ম'রে প'ড়ে রয়েছে!

কাপ্তেন হাঁক্ দিলেন, "শীগ্‌গির মোটা লোহার শিকল দিয়ে ওর সর্ব্বাঙ্গ বেঁধে ফেলো। ভয় হচ্ছে? আর কোন ভয় নেই—কং এখন অন্ততঃ তিন-চার ঘন্টা খুব আরাম করে ঘুমোবে—একটা আঙুলও নাড়তে পারবে না। আমার বোমার গুণ কত!......তাড়াতাড়ি একটা বড় ভেলা তৈরী ক'রে ফেল! কংয়ের ঐ ছোট্ট খোকার মত দেহখানি তো জাহাজে তোলা চলবে না, জাহাজের সঙ্গে ভেলায় ক'রে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে! যাও, যাও, ভ্যাবাকান্তের মত হাঁ ক'রে দেখচ কি।"

শোভন বললে, "কংয়ের কাছে লোহার শিকল হয়তো

ফুলের মালার মতন পল্‌কা!—ও কি বাঁধা থাকতে রাজি হবে?”

কাপ্তেন বললেন, “রাজি হয় কি না হয়, সেটা পরে বোঝা যাবে! কং, কং, কং! রাজা কং! সবাই কং কং ক'রে ভয়েই সারা! এই দ্বীপেই সে রাজা, সভ্য দেশে সে পশু মাত্র! যে-কোন পশুকে মানুষ একটা মস্ত শিক্ষা দিতে পারে। সেটা হচ্ছে, ভয়! মানুষ, হাতী, বাঘ, সিংহকে বশে রেখেচে এই ভয় দেখিয়েই! কংকেও আমরা শিখিয়ে দেব, ভয় কাকে বলে! তারপরে সে বশ মানে কিনা দেখা যাবে! লোহার শিকলে নয়, ভয়ে এই পশু কং আমাদের গোলাম হয়ে থাকবে!”

ওদিকে পাঁচিলের উপর থেকে বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়ার মতন ডাগর ক'রে অসভ্যরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল, তাদের বিশ্ববিজয়ী রাজা কংকে এই বিদেশীরা লোহার শিকলে বেঁধে ভেলায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছে!

প্রধান পুরোহিত ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে —“ভেটো খোটো হোটো ধোটো ঘংচা!”

রাজাও চোখের জল মুছতে মুছতে বললে—“হাভা ডাভা খাভা ভাভা খোংখু!”

এ-সব কথার মানে কি জানিনা। বোধ হয় খুবই দুঃখ-শোকের কথা!

কাপ্তেন শোভনের পিঠ চাপড়ে বললেন, "মিঃ সেন! আপনি বীর বটে! রূপকথার রাজপুত্রের মত আপনি এই দৈত্যটার হাত থেকে আপনার ভগ্নীকে উদ্ধার ক'রে এনেচেন! ……এই কংকে নিয়ে আমি পৃথিবীর বড় বড় সব সহরে ঘুরে বেড়াব, আর আপনার সম্মানের জন্যে সর্ব্বপ্রথমে যাব কলকাতা সহরেই।"

তেরো
"পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য"

সারা কলকাতার লোক আজ সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ের এক মাঠের দিকে সমুদ্রের তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতন ছুটে চলেছে!

সারা কলকাতার ছোট-বড় বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে সচিত্র বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে একটা গগনস্পর্শী গরিলার ছবি এবং তার তলায় মস্ত হরফে লেখা রয়েছে—**"রাজা কং, পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়!"**

সারা কল্‌কাতার সমস্ত ছেলে-মেয়ে আজ প্রতিজ্ঞা করেছে, রাজা কংকে স্বচক্ষে না দেখে কেউ আর ইস্কুলের কোন কেতাব স্পর্শ করবে না।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে যে-সব 'ট্রাফিক-কন্‌ষ্টেবল' পাহারা দেয়, মানুষের ভিড়ের চোটে আর গাড়ীর ঠেলায় অস্থির হয়ে তারা রাজা কংয়ের উদ্দেশে অভিশাপ বৃষ্টি করছে!

রাজা কংকে আজ তিনবার দেখানো হবে! কলকাতার কোন বায়স্কোপ ও থিয়েটারে আজ একখানাও টিকিট বিক্রী হয় নি। ক্যাল্‌কাটা-মোহনবাগানের খেলার মাঠে চেঁচিয়ে গলা ভাঙ্‌বার, হাততালি দেবার ও রেফারিকে গালাগালি দিয়ে খুসি হবার জন্যে একজন লোকও যায় নি!

খবরের কাগজওয়ালাদের মুখে আজ হাসি আর ধরছে

না! মালবিকার বিপদের ও শোভনের বীরত্বের কাহিনী ছাপিয়ে কাগজওয়ালারা আজ যত কাগজ বিক্রী করেছে, সারা বছরেও তত বিক্রী হয় না!

মাঠে আজ মস্ত তাঁবু পড়েছে এবং তাঁবুর ভিতরে-বাইরে জনতার মধ্যে কেবল হাজার হাজার কালো মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তিনবারের প্রদর্শনীর সমস্ত টিকিটই বিক্রী হয়ে গেছে, ধূমধামপুরের জমিদার দুম্‌দাম দে এবং প্যান্-প্যান্-গড়ের মহারাজা ভ্যান্-ভ্যান্ সিং নাকি এক-একখানা টিকিটের জন্যে যথাক্রমে পাঁচশো ও হাজার টাকা দিতে চেয়েও একটুখানি দাঁড়াবার ঠাঁই পর্য্যন্ত পান্ নি!

ফুল্‌ষ্টপ্ কোম্পানীর বড় সাহেব মিঃ সেমিকোলন ও তাঁর স্ত্রী মিসেস্ কমা রাজা কংকে দেখবার আগ্রহে চল্লিশ টাকার একখানি 'বক্স্' অতি কষ্টে কিন্‌তে পেরেছিলেন। তাঁবুর ভিতরে এসে দূর থেকে রাজা কংয়ের গর্জ্জন শুনেই তাঁদের কাণ নাকি কালা হয়ে গিয়েছে! এবং পাছে রাজা কংকে দেখলে চোখ তাঁদের কাণা হয়ে যায় সেই ভয়ে নাকি তাঁরা চোখে ঠুলি পরবার জন্যে আবার বেরিয়ে গেছেন!

ভিড়ের জন্যে চৌরঙ্গীর মোড় পার হ'তে না পেরে তিতুরাম তাঁতী সেইখানেই পঁচিশ-ত্রিশ জন শ্রোতার কাছে রীতিমত আসর জমিয়ে বলছে—"ভায়ারা, রাজা কং সোজা লোক নন! তিনি তাঁর দেশে শুয়ে যখন ঘুমোতেন,—বুঝলে কিনা

—তাঁর ঠ্যাং থাকত পাতালে, ধড়্ থাকত পৃথিবীতে, আর—বুঝলে কিনা মুণ্ডুটা থাকত আকাশের চাঁদের পাশে !"

একজন অবিশ্বাসী শ্রোতা বললে, "তা' হলে ঐটুকু তাঁবুতে তিনি কেমন ক'রে মাথা গুঁজে আছেন ?"

তিতুরাম তাঁতী একগাল হেসে বললে, "আরে মুখ্যু, তাও জানোনা ! রাজা কং যে—বুঝ্লে কিনা—ত্রেতার বীর হনুমানের ভায়রা-ভাই ! হিঁদুর বেটা হয়ে তুমি কি এও শোনো নি যে, হনুমানজী ইচ্ছে করলেই ক'ড়ে-আঙুলটির মতন ছোট্টটি হ'তে পারতেন ? রাজা কংও সেই বিদ্যে জানেন, ছোট তাঁবুতে ছোট্টটি হয়ে আছেন !"

একজন মাড়োয়ারি ভুঁড়ি চুল্‌কোচ্ছিল, হনুমানজীর নাম শুনেই ভুঁড়ি চুল্‌কানো ভুলে উদ্দেশে প্রণাম ক'রে বললে, "হাঁ বাবু-সাব, ও বাৎ ঠিক হায় !"

আর একজন তিতুরামকে সুধোলে, "এত খবর তুমি কোথা থেকে পেলে ?"

তিতুরাম তাঁতী ফিক্ ক'রে আবার একটু হেসে বললে, "খবর কি অম্‌নি পাওয়া যায় ভায়া, খবর রাখতে হয় ! আমি খবর পাবো না তো খবর পাবে কে ? আমার শাশুড়ীর বোনঝীর মামী-শাশুড়ীর বোন-ঝী যে—বুঝ্লে কিনা—ঐ শোভন-ছোক্‌রার পিসে-মশাইয়ের মামা-শ্বশুর বাড়ীতে—বুঝলে কিনা—কাপড় বেচ্‌তে যান !"

এত-বড় প্রমাণের পরে আর কথা চলে না। অতএব সবাই তিতুরাম তাঁতীকে একজন সত্যবাদী লোক ব'লেই মেনে নিলে।

সহরের হাটে-মাঠে-বাটে এম্‌নি নানান রকম গুজবের অন্ত নেই! সকলের ভাগ্যে রাজা কংয়ের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা তো ঘট্‌ল না, কাজেই আজ কং সম্বন্ধে যে যেমন কথাই বলুক না কেন, সকলেই তা বিশ্বাস ক'রে খুসি হচ্ছে!

কিন্তু আজ কাপ্তেন ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণের চেয়ে বেশী-খুসি কেউ নয়! তিনি ব্যাপার দেখে স্থির করেছেন, এইবারে জাহাজের চাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর সহরে সহরে কংকে দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করবেন!

ডেন্‌হাম্‌কে ডেকে তিনি বললেন, "আর তুমি হোক্‌গে হবে আমার ম্যানেজার। আমার যা লাভ হবে, তা থেকে তুমি দু-আনা অংশ পাবে। আমি একলাই সব টাকা হজম করতে চাই না!"

ডেন্‌হাম্ হেসে বললে, "বেশ, ও সব কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব! কিন্তু আপাততঃ যে ভারি বিপদ উপস্থিত!"

কাপ্তেন ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বিপদ! কিসের বিপদ? কং কি খাঁচার দরজা ভেঙে ফেলেচে?"

ডেন্‌হাম্ বললে, "না, আজ সে দরজা ভাঙেনি—তবে পরে একদিন হয়তো ভাঙ্‌বে!"

—"তবে আবার বিপদ কিসের?"

—"মিঃ সেন আর মিস্ সেন দর্শকদের সামনে আসতে রাজি হচ্ছেন না!"

—"কেন? আমি তো স্বীকার করেছি, তাঁদের বীরত্বের পুরস্কারের জন্যে আজ্কের টিকিট বিক্রীর সব টাকা তাঁদেরই আমি উপহার দেব?"

ডেন্হাম্ ঘাড় নেড়ে বললে, "না, না, সেজন্যে তাঁদের আপত্তি নয়! টিকিট-বিক্রীর টাকা তাঁরা চান না! তাঁরা বলচেন, এমন ভাবে সকলের সামনে আস্তে তাঁদের লজ্জা করচে!"

ডেন্হামের পিঠে এক আদরের চড় মেরে কাপ্তেন বললেন, "ওঃ, এইজন্যে তুমি এত ভাবচ? কোন ভাবনা নেই,—তাঁদের এখানে নিয়ে এস, আমি ঠিক রাজি করাব!"

ডেন্হাম্ বেরিয়ে গেল এবং শোভন ও মালবিকাকে নিয়ে আবার ফিরে এল।

কাপ্তেন বললেন, "আপনারা দর্শকদের সামনে আসতে রাজি নন কেন?"

শোভন বললে, "কারণ তো মিঃ ডেন্হাম্কে আগেই বলেচি!"

কাপ্তেন বললেন, "তাহ'লে আমার মান কোথায় থাকবে? সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েচি, আজ্কের প্রদর্শনীতে এলে সবাই আপনাদেরও দেখতে পাবে! আপনাদের একবার

চোখের দেখা দেখবার জন্যে আজ কত লোক টিকিট কিনেচে, আপনারা কি সে-খবরটা রাখেন? কংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, কেমন ক'রে তাকে ধরা হ'ল, যখন সেই গল্প বলা হবে, তখন লোকে আপনাদের খুঁজবে। কিন্তু তখন আমি কি বলব?"

শোভন বললে, "আপনি টিকিট বিক্রী করেচেন ব'লেই তো আমাদের আপত্তি।"

—"কেন? আজকের টাকা তো আমি নিজের পকেটে পূরচি না! এ সবই তো আপনাদের!"

শোভন একটু বিরক্ত স্বরে বললে, "আমাদের আসল আপত্তি তো সেইজন্যেই! আমরা কি থিয়েটারের অভিনেতা, না সার্কাসের খেলোয়াড়, যে, টাকার লোভে লোকের কৌতূহল মেটাতে আসব? না মিঃ ইঙ্গ্‌লুহর্ণ, আমাদের দিয়ে এ কাজ হবে না!"

কাপ্তেন মুস্কিলে প'ড়ে হতাশ ভাবে বললেন, "তাহ'লে আমার কি উপায় হবে? লোকে যে আমাকে মারতে আসবে!"

কাপ্তেনের মুখ দেখে মালবিকার মায়া হ'ল! খানিকক্ষণ ভেবে সে বললে, "আচ্ছা, যখন অন্য উপায় নেই, তখন কি আর করা যাবে! তবে আমরা এক সর্ত্তে রাজি হ'তে পারি। আজ্‌কের টিকিট-বিক্রীর এক পয়সাও আমরা নেব না। কি বল দাদা?"

শোভন বললে, "এ প্রস্তাব তবু মন্দের ভালো।"

কাপ্তেন বললেন, "খামাকা এতগুলো টাকা ছেড়ে দেবেন?"

শোভন বললে, "টাকার লোভে আমরা মনুষ্যত্ব বিক্রী করতে পারব না।"

কাপ্তেন উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, "সাধু! সাধু! আপনাদের যতই দেখছি, আপনাদের ওপরে আমার শ্রদ্ধা ততই বেড়ে উঠছে! এইবারে চলুন,—প্রথম প্রদর্শনীর সময় হয়েচে।"

চৌদ্দ

কংয়ের জাগরণ

. কং ব'সে আছে। কিন্তু আজ আর সে রাজা কং নয়! বেজায় মজবুৎ ইস্পাতের মত খাঁচার ভিতরে, সর্ব্বাঙ্গে ইস্পাতের শিকলের বাঁধন নিয়ে পর্ব্বতের ভেঙে-পড়া শিখরের মত স্তব্ধ হয়ে, হেঁট মাথায়, ম্রিয়মান মুখে সে ব'সে আছে। মোটা লোহার চেনে তার প্রকাণ্ড হাত ও পা বাঁধা। সমস্ত দেহের মধ্যে মাঝে মাঝে নড়ছে কেবল তার চোখ দুটো।

তাকে দেখলে দুঃখ হয় সত্য-সত্যই। কী অধঃপতন! আকাশ-ছোঁয়া সেই খুলি-পাহাড়ের শিখর! সে ছাড়া আর কোন জীবজন্তুর ছায়া যেখানে পড়ে নি। তার উপর দিয়ে বয়ে যেত মেঘের সার আর ঝোড়ো হাওয়া এবং নীচে দিয়ে বয়ে যেত অনন্ত মহাসাগর! সেইখানে ব'সে ব'সে কং তার দ্বীপ-রাজ্য শাসন করত! অরণ্যবাসী ভয়ঙ্কর সব দানব জন্তু —যাদের লাঙ্গুলের আঘাত লাগলে বড় বড় শাল, তাল, দেবদারু গাছ ধূলো হয়ে উড়ে যায়, যাদের পায়ের ভারে মেদিনী টলমল করে,—কংয়ের বলিষ্ঠ বাহু তাদেরও দর্পচূর্ণ করেছে! যে-সব পুঁচ্‌কে মানুষ-পোকাগুলো তাকে খুসি রাখবার জন্যে পূজো করত, বৎসরে বৎসরে বউ যোগাত, কং একটা নিঃশ্বাস ফেললে হয়তো যারা ঝড়ের তোড়ে

শুক্‌নো পাতার মত হুস্ ক'রে কোথায় উড়ে যায়, দৈব-বিড়ম্বনায় আজ কিনা সেই ঘৃণ্য কীটগুলোই তাকে কুকুর-বিড়ালের মত বেঁধে রেখে দিয়েছে, পরম অবহেলা-ভরে তার সুমুখ দিয়ে আনাগোনা করছে! যদিও এই পোকা-গুলোর ভাষা সে জানেনা, তবু এটুকু তার বুঝতে বাকি থাকছে না, প্রায়ই তাকে একটা তুচ্ছ জীব ভেবে তারা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা করে, তাকে টিট্‌কিরি দেয়! হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাঙও তাই নিয়ে কৌতুক-বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না! হায়রে অদৃষ্ট!……

কয়েকজন খবরের কাগজের 'রিপোর্টার'কে নিয়ে কাপ্তেন এলেন,—তাঁর পিছনে পিছনে ডেন্‌হাম, শোভন ও মালবিকা।

মালবিকা সহজে সেখানে আসতে রাজি হচ্ছে না, বলছে, "না মিঃ ডেন্‌হাম্, আপনি জানেন না, কংকে দেখলেই আমার বুক ধুক্‌ধুক্ করে, ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যায়!"

ডেন্‌হাম্ বললে, "মিস্ সেন, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন! এর মধ্যে ইস্পাতের খাঁচা, শিকল আর চাবুকের মহিমায় কংয়ের সব জারিজুরি আর জাঁক আমরা ভেঙে দিয়েচি। এখন সে পোষা খর্‌গোসের মতন শান্ত হয়ে পড়েচে!"

মালবিকা ভয়ে ভয়ে তার দাদার পাশ ঘেঁসে দাঁড়াল।

"দেশবন্ধু" পত্রের রিপোর্টার অনেক তফাতে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাঁদরটার শিকল বেশ শক্ত তো?"

"বঙ্গবীর" পত্রের রিপোর্টার ক্যামেরা নিয়ে এসেছেন কংয়ের একখানা ফোটো তুলতে। কিন্তু তিনি ফোটো তুলবেন কি, কংয়ের চেহারা দেখে তাঁরই দাঁতে-দাঁত লেগে গেল!

"যুবক ভারতে"র রিপোর্টার খাঁচার ভিতরে একবার উঁকি মেরেই তুষ্ট হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চ'লে গেলেন!

হঠাৎ বাইরে ঘন্টা বেজে উঠল। কাপ্তেন বললেন, "আর সময় নেই। কংকে দর্শকদের সামনে নিয়ে চল!"

খাঁচার তলায় ছিল চাকা। প্রায় দুশো কুলি এসে দড়ি দিয়ে "হেঁইও জোয়ান হো" ব'লে খাঁচাটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

তাঁবুর ভিতরে দর্শকদের আসনে তখন আর তিলধারণের ঠাঁই নেই।

এতক্ষণ সেখানে বাজে গোলমালে ও তর্কবিতর্কে কাণ পাতবার যো ছিল না,—কিন্তু এখন রাজা কং স্বশরীরে আসছেন শুনে "পৃথিবীর এই অষ্টম বিস্ময়"কে স্বচক্ষে দেখবে ব'লে সকলে রুদ্ধশ্বাসে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল!

তারপর কংয়ের মূর্ত্তি দেখে চারিদিকে বিস্ময়ের যে বিপুল চীৎকার উঠল, তা বর্ণনা করা যায় না। প্রথম কয়েক সারে বেশী দামী আসনে যে-সব ধনী বাঙালী ও সাহেব-মেম ব'সে-ছিল, তারা তাড়াতাড়ি, চেয়ার ছেড়ে পিছনে স'রে গেল।

অনেক মেম মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, এবং সমস্ত বালক-বালিকারা একতানে কান্নার কন্সার্ট শোনাতে সুরু করলে!

তবু কংয়ের দাঁড়ানো মূর্ত্তির ভয়ানক ভাবটা কেউ দেখতে পেলেনা,—কারণ খাঁচার ভিতরে কং জড়োসড়ো হয়ে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে থাকতে বাধ্য হয়েছিল!

এমন সময়ে দর্শকদের আগ্রহে ও অনুরোধে কাপ্তেন সাহেব শোভন ও মালবিকাকে এনে খাঁচার পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

এতক্ষণে কং টু শব্দটিও করে নি। তার অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাব দেখে কাপ্তেন সাহেব স্থির করছিলেন যে, সে ভয়েই এমন চুপ মেরে আছে।

কিন্তু এখন, মালবিকা যেমনি খাঁচার পাশে এসে দাঁড়াল, কং অমনি চমকে মুখ তুলে বাজের মতন চেঁচিয়ে উঠল!

পর-মুহূর্ত্তে সেই মস্ত তাঁবুর আধখানা খালি হয়ে গেল—দর্শকরা আঁৎকে উঠে এ-ওর ঘাড়ে প'ড়ে তীরের মতন বেগে পালাতে লাগল! যারা অত্যন্ত সাহসী, তারাও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—এবং তাদেরও ভাব দেখলে বোঝা যায়, আর একটু বাড়াবাড়ি হ'লে তারাও পলায়ন করবার জন্যে রীতিমত প্রস্তুত হয়েই আছে।

কাপ্তেন গলা তুলে বললেন, "ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ!

আপনারা মিথ্যা ভয় পাবেন না। কারণ কংয়ের শিকল 'ক্রোম ষ্টিলে' প্রস্তুত—এ শিকল ছেঁড়া অসম্ভব!"

মালবিকার মুখও তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে! একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে সেও কয়েক পা পিছিয়ে এল।

শোভন তার কাণে কাণে বললে, "সবাই জানে আমরাই কংকে বন্দী ক'রে এনেচি। মালবি, এত লোকের সামনে ভয় পেও না, সবাই ঠাট্টা করবে!"

কংয়ের হাত-পায়ের শিকলগুলো হঠাৎ ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে উঠল!

মালবিকা বললে, "দাদা, কংয়ের চোখ দেখ! ও কি-রকম ভাবে আমার পানে তাকিয়ে আছে! কাপ্তেনকে বল ওঁর যা বলবার, তাড়াতাড়ি সেরে নিন্, নইলে হয়তো আমি অজ্ঞান হয়ে যাব!"

শোভন বললে, "মিঃ ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণ আর দেরি করবেন না, যা বলতে হয় চট্ ক'রে ব'লে ফেলুন। আমার ভগ্নী অসুস্থ হয়ে পড়েচেন!"

কাপ্তেন আবার গলা তুলে বললেন, "ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ—"

শিকলগুলো এবার বড় জোরে বেজে উঠল,—কাপ্তেন স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, কংয়ের হাত ও পা থেকে শিকলের

বাঁধন খুলে পড়েছে! তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ডেন্‌হাম্‌! ডেন্‌হাম্‌! শীগ্‌গির কুলিদের ডাকো!"

কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রইল—শূন্যে মুখ তুলে কং আর-একবার বিকট গর্জ্জন ক'রে আচম্বিতে উঠে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মজ্‌বুৎ ইস্পাতে তৈরি ছাদ ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল! কংয়ের মাথা তখন প্রায় তাঁবুর ছাদে গিয়ে ঠেক্‌ল।

তাঁবুর দরজার কাছে দর্শকদের ভিতরে তখন রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেছে—কে আগে পালাবে তাই নিয়ে! অনেকে ভিড়ের ধাক্কা সইতে না পেরে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল—পিছনের লোকরা তাদেরই দেহ পায়ে গেঁংলে এগিয়ে যেতে লাগল! ভীত চীৎকারে, আহতদের আর্ত্তনাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল!

ইতিমধ্যে শোভনও তাড়াতাড়ি মালবিকার মূর্চ্ছিত দেহকে কাঁধে তুলে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!

ডেন্‌হাম্‌ একটা গ্যালারির তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলে, কাপ্তেনও তার পিছনে পিছনে গ্যালারির ফাঁক্ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলেন—কিন্তু গ্যালারির দুই তক্তার মাঝখানে গেল তাঁর হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িটা আট্‌কে! অসহায় ভাবে দুই পা শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে তিনি বললেন, "ডেন্‌হাম্‌! আমাকে বাঁচাও—

কং আমাকে ধর্‌লে বুঝি!" ডেন্‌হাম্ প্রাণপণ শক্তিতে তাঁর দুই হাত ধ'রে টেনে-হিঁচ্‌ড়ে কোনরকমে তাঁকে ভিতরে টেনে নিলে!

দুই পদাঘাতে সমস্ত খাঁচা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে দৈত্য কং বাইরে এসে দাঁড়াল!

একজন সার্জ্জেণ্ট্ তাকে লক্ষ্য ক'রে পাঁচ-ছয়বার রিভলভার ছুঁড়লে, কিন্তু কং সে-সব গ্রাহ্যও করলে না! সে একটানে সমস্ত তাঁবুটা ছিঁড়ে উপ্‌ড়ে আকাশের দিকে এক টুক্‌রো ন্যাক্‌ড়ার মতন উড়িয়ে দিলে এবং তারপর পায়ের তলায় কলকাতা সহরের দিকে সক্রোধে তাকিয়ে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিতে লাগল!

পনেরো

কংয়ের কথা ফুরুলো

নিজের বাড়ীতে ফিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মালবিকা তখন কাঁদছিল।

শোভন বললে,-"মালবি, তুই এত ভীতু, তা আমি জানতুম না!"

মালবিকা বললে, "দাদা, দাদা! আর আমি সইতে পারচি না! কং ছাড়া পেয়েচে! সে আবার আমাকে সেই দ্বীপে ধ'রে নিয়ে যাবে!"

তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শোভন বললে, "দূর্ পাগ্‌লী। সে তোর খোঁজ পেলে তো!"

মালবিকা বললে, "না দাদা, আমার মন বলচে, সে আবার আস্‌বে!"

—"হুঁ, আসবে, না আরো-কিছু! এটা অসভ্যদের দ্বীপ নয়, এ হচ্ছে কলকাতা সহর! এতক্ষণে কং হয়তো আবার গ্রেপ্তার হয়েচে।"

তবুও মালবিকা প্রবোধ মানলে না, উঁ উঁ ক'রে কাঁদতে লাগল!

শোভন বললে, "ভারি তো মুস্কিলে পড়লুম দেখ্‌চি! কোথাও কিছু নেই, নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে, তবু

কচি খুকির মত কান্না! আচ্ছা বাপু, একটু সবুর কর, আমি লালবাজারের থানায় টেলিফোন্ ক'রে সব খবর এনে দিচ্ছি! কেমন, তাহ'লে ঠাণ্ডা হবি তো?

মালবিকা সজল চোখে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না দাদা, তুমি যেও না—তোমার পায়ে পড়ি! আমি একলা থাকতে পারব না!"

"যত বাজে ভয়! চুপ ক'রে শুয়ে থাক্, ফোন ক'রে আমি এখনি আস্‌চি"—বলতে বলতে শোভন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লালবাজারের সঙ্গে ফোনের যোগ ক'রে শোভন বললে, "হ্যাঁ, আমি হচ্ছি শোভন সেন। হ্যাঁ, আমারই ভগ্নীকে কং ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল! আমার ভগ্নী বড় ভয় পেয়েচেন, পাছে কং আবার তাঁকে ধরে।......কং আবার বন্দী হয়েচে তো? কি বললেন? বন্দী হয় নি? তবে সে এখন কোথায়? পাগলের মত চৌরঙ্গীর বাড়ীতে বাড়ীতে ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখচে? কারুকে আক্রমণ করেচে কি? করে নি? তার পায়ের চাপে অনেক লোক মারা পড়েছে? সে থিয়েটার রোডের ভেতরে ঢুকেছে?......আচ্ছা, ধন্যবাদ!"

রিসিভারটা যখন রেখে দিলে, শোভনের হাত তখন ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে! কং থিয়েটার রোডে ঢুকেছে! তাদের বাড়ীও যে থিয়েটার রোডেই!

মালবিকাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে শোভন তাড়াতাড়ি তার ঘরে ছুটে এল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই দেখলে, মালবিকার বিছানা খালি, জান্‌লার গরাদে ভাঙা এবং থামের মতন মোটা মোটা দুখানা কালো রোমশ পা. জান্‌লার সাম্‌নে দিয়ে উপরদিকে উঠে যাচ্ছে।

বেগে ছাদের উপরে গিয়ে সে দেখলে, তার বাড়ীর ছাদ থেকে কং খুব সহজেই লাফ মেরে থিয়েটার রোড পার হ'য়ে ওপাশের এক বাড়ীর উপরে গিয়ে পড়ল এবং তার হাতের চেটোয় রয়েছে মালবিকার অচেতন দেহ! পর-মুহূর্ত্তে আর এক লাফে কং একেবারে অদৃশ্য!

পাগলের মতন ছুটে রাস্তায় এসে শোভন দেখলে, সেখানে জনতার সীমা নেই! লরির পরে লরি ছুটে আসছে, তাদের উপরে দলে দলে পাহারাওয়ালা, সার্জ্জেন্ট্‌ ও মিলিটারি পুলিসের লোক!

পুলিসের একজন বড় কর্ত্তা উত্তেজিত স্বরে বল্‌ছে, "ও জানোয়ারটা অমন শক্ত চেন ছিঁড়লে কেমন ক'রে? অমন ইস্পাতের চেন দিয়ে যুদ্ধের 'ট্যাঙ্ক' পর্য্যন্ত আট্‌কে রাখা যায়! ······ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন্‌ কর! শীগ্‌গির লম্বা মই নিয়ে তাদের লোকজনকে আসতে বল! বদমাইসটা ছাদে ছাদে লাফিয়ে যাচ্ছে, আমাদেরও দেখছি ছাদে ছাদে তার সঙ্গে যেতে হবে!"

আরো অনেক পুলিসের লোকের সঙ্গে মোটরে ক'রে কাপ্তেন সাহেব ও ডেন্‌হাম্ এসে হাজির।

শোভন বললে "মিঃ ইঙ্গ্‌ল্‌হর্ণ! কং আবার আমার বোনকে নিয়ে পালিয়েচে!"

দূরের একটা বাড়ীর ছাদে কংয়ের বিশাল দেহ একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

—"পশুটা আবার চৌরঙ্গীর দিকে যাচ্ছে! ওদিকে চল, পথ সাফ্ কর!"

মিলিটারি পুলিসের অনেকগুলো বন্দুক একসঙ্গে গর্জ্জন ক'রে উঠল!

ডেন্‌হাম্ তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে বললে, "সাবধানে বন্দুক ছোঁড়ো! কংয়ের হাতে এক মহিলা আছেন!"

কিন্তু কোথায় কং? পুলিসের লরিগুলো বেগে পশ্চিম দিকে ছুটেছে!

একজন ট্যাক্সি-চালক পশ্চিম দিক থেকে গাড়ী ছুটিয়ে আস্‌ছিল—বা পালাচ্ছিল। একজন সার্জ্জেন্ট তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কংকে দেখেচ?

সে বিস্ময়ে প্রায়-রুদ্ধ স্বরে বললে, "কে কং তা আমি জানিনা। কিন্তু আমি একটা তালগাছের মত উঁচু ভূতকে পার্ক ষ্ট্রীটের এপাশের ছাদ থেকে ওপাশের ছাদে লাফিয়ে

যেতে দেখেচি!” ব’লেই সে আবার গাড়ী চালিয়ে পলায়ন করলে!

—“সবাই পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে চল—পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে!”

পুলিস কমিশনার কাপ্তেনকে ডেকে সুধোলেন, “মেসিন-গানের বুলেট কি তোমার এই পোষা দৈত্যকে বধ করতে পারবে?”

কাপ্তেন বললেন, “অনেকগুলো মেসিন-গান ছুঁড়লে ফল হ’লেও হ’তে পারে।”

—“আচ্ছা, আগে তাকে কোণ্-ঠাসা করা যাক্!”

একজন সার্জ্জেণ্ট বল্‌লে, “কিন্তু আমরা যে তার নাগালই ধরতে পারচি না!”

দূর থেকে আবার অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ শোনা গেল।

—“ওরা বোধহয় তাকে দেখেচে। ঐদিকে গাড়ী চালাও!”

গাড়ী পার্ক ষ্ট্রীট পার হ’তেই একজন পাহারাওয়ালা খবর দিলে, কং যাদুঘরের ছাদে গিয়ে চড়েছে!

যাদুঘরের কাছে গিয়ে দেখা গেল, কং সেখানেও নেই!

কমিশনার বললেন, “হতভাগাটা আমাদের নাকে দড়ী দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারবে দেখচি! ও যে কোথায় যেতে চায়, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না!”

ডেন্‌হাম্ বললে, “আমার বোধহয় সে খুব-একটা উঁচু

জায়গা খুঁজচে ! কং পাহাড়ের জীব। উঁচুতে উঠতে পারলেই সে বোধহয় মনে করে, শত্রুরা তার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না।"

কমিশনার বললেন, "খুব সম্ভব তাই। কং বোধ হয় উঁচু জায়গাই খুঁজচে ! তাহ'লে অক্টোরলনি মনুমেণ্টই হচ্ছে তার যোগ্য জায়গা !"

একজন ইন্‌স্পেক্টর বললে, "রাস্তার ভিড় কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের কাছে গিয়ে জমেচে। কং বোধ হয় ঐখানেই আছে।"

মোটরগুলো আবার ছুটলো।

একটু গিয়েই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গেল !

হোয়াইটওয়ে লেডল-র উঁচু গম্বুজের উপর থেকে হাত-পা দিয়ে দেওয়াল জড়িয়ে বিরাট ও কৃষ্ণবর্ণ এক দৈত্য-মূর্ত্তি নীচের দিকে নেমে আসছে !

ডেন্‌হাম্ বললে, "কি আশ্চর্য্য ! কং যে টিক্‌টিকির মত দেওয়াল বয়ে নেমে আস্‌চে।"

কং খানিকটা নেমে এসেই পথের উপরে লাফিয়ে পড়ল। একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে মেঘগর্জ্জনের মতন চীৎকার করলে ! রাজপথের জনতা চোখের নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল !

কং একলাফে চৌরঙ্গী রোড পার হ'ল। পথের পাশে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল, বিষম আক্রোশে কং সেখানা একহাতে তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্সের মতই

ছুঁড়ে ফেলে দিলে—গাড়ীখানা শূন্যে ঘুরে
বাজারের খেলার মাঠের উপরে গিয়ে প'
হয়ে গেল !

ততক্ষণে মেসিন-গান এসে প'ড়েছি
সেই কলের কামান চালাবার উপক্রম করা
দিয়ে বললেন, "কামান ছুঁড়োনা। ওর
রয়েচেন !"

কংয়ের হাতের চেটোয় মালবিকাকে
বাড়ীর দেওয়াল বয়ে নামবার সময়েও
ব্যবহার করে নি।

আরো গোটাকয়েক লাফ— টর
কাছে গিয়ে হাজির !

কমিশনার বললেন, "যা দেখ,
জানোয়ারটা মনুমেন্ট জড়িয়ে ক !"

একজন ইন্‌স্পেক্টর বললে কেমন
ক'রে আমরা ধরব ? সব- গুলি
ক'রেও মারতে পারব না। তা টর গায়ে
লাগতে পারে !"

কাপ্তেন বললে, "এরো
কমিশনার বললেন, "ঠি ব্যবস্থাই
করব। ওর কাছে যাবার

শোভন বললে, "মিঃ ডেন্‌হাম, আমাকে আর একবার কংয়ের কাছে যেতে হবে।"

—"কেমন ক'রে যাবেন ?"

—"আমি মনুমেন্টের ভিতর দিয়ে উপরে উঠব। তাহ'লে হ...তো মালবিকাকে আবার বাঁচালেও বাঁচাতে পারি !"

"আচ্ছা, চলুন,—আমিও আপনার সঙ্গে যাব !"

কং তখন মনুমেন্টের আধাআধি পার হয়ে গেছে। সে এক-একবার নীচের দিকে তাকায়, গর্জ্জন করে, আবার উপরে ওঠে ! তার চেহারা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে,—উচ্চতার জন্যে !

... ডেন্‌হাম্ মনুমেন্টের নোংরা ও অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ... উপরে উঠতে লাগল। তাদের খালি ভয় হ'তে ল... ...ংয়ের প্রকাণ্ড দেহের ভার সইতে না পেরে মনুমেন্টে... ...রাণো ইটের গাঁথুনি যদি হুড়্‌মুড়্ ক'রে ভেঙ্গে পড়ে... ...লই তো সব শেষ ! কং মরবে,—মরুক্‌গে ! কিন্তু সেই ... ...ালবিকাও মরবে, তারাও বাঁচবে না ! কংয়ের দে... ...ইতে না পেরে মনুমেন্ট যেন ভয়ে থর্ থর্ ক'রে ... তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই অনুভব করে...

মনুমেন্টে... বারান্দায় এসেই তারা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে... বিপুল উদর তাদের দৃষ্টি-সীমা

একেবারে রোধ ক'রে দিয়েছে! কংয়ের এত
আর কখনো আসেনি!

কং তার মস্ত-বড় দুই উরু ও পা দিয়ে মনু
দিকটা জড়িয়ে ব'সে আছে—তার দেহের উপর
দেখতে পেলে না, এবং তার কোলের কাছে
পোকা এসে দাঁড়িয়ে আছে কংও সেট
পেলে না!

বাইরে তিন-চারখানা এরোপ্লেনের গ
এবং এটাও বোঝা গেল যে, উড়ো-জাহ
কাছে এসেই উড়ছে!

বোধহয় এই নতুন শত্রুর আবির্ভাবে
পড়েছে। আচম্বিতে তার একখানা ম
এল, তার মুঠোয় দেখা গেল মালবিকা
করবার সময়ে কং বরাবরই মালবিক
সরিয়ে রাখে! এবারেও বোধহয় া
মনুমেণ্টের নীচেকার বারান্দায় মা ক
শুইয়ে রেখে দিলে!

কিন্তু কং জানতেও পারলে .কা
বারান্দা থেকে আবার তার পুত্ নিয়ে
গেল! শোভন আবার কংয়ের চো াকে
উদ্ধার করলে!

চৌরঙ্গীর মোড়ে তখন সারা কলকাতা সহর ভেঙ্গে পড়েছে!

পা দিয়ে মনুমেন্ট জড়িয়ে ব'সে আছে রাজা কং, সগর্ব্বে তার মাথাটা শূন্যে তুলে! তার চারিপাশ দিয়ে চারখানা উড়ো-জাহাজ ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করছে,—আসছে আর চ'লে যাচ্ছে, আসছে আর চ'লে যাচ্ছে! কং ভাবলে, নিশ্চয় এগুলো কোন অজানা উড়ো জন্তু,—গর্জ্জন ক'রে তাকে লড়াই করতে ডাকছে! বেশ তো, লড়াই করতে সে কোনদিনই পিছপাও হয় নি, এতক্ষণ হাতের সেই পুতুল-মেয়েটার জন্যেই তার যা-কিছু ভাবনা ছিল, এখন সে তাকেও সরিয়ে রেখে হাত খালি করেছে! এইবার সে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত! উড়ো-জাহাজের গর্জ্জনের উত্তরে কংও দুই হাতে বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল!

কং দেখলে একটা উড়ো জন্তু তার খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে! বিদ্যুতের মতন তার একখানা হাত তার দিকে এগিয়ে গেল এবং পরমুহূর্ত্তে উড়ো-জাহাজখানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে গোঁৎ খেয়ে প'ড়ে গেল!

কংয়ের শক্তি ও বাহাদুরি দেখে সারা কলকাতা থ!

মাটিতে পড়বার আগে উড়োজাহাজের ভিতর থেকে দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্'লে উঠল! মানুষের চোখ যেমন কংয়ের মতন দানব দেখে নি, কংয়ের চোখও তেমনি এমন

কোন উড়ো জন্তু দেখেনি, যার মুখ দিয়ে ৫
আগুন বেরোয়! সে কিছু ভড়্কে গেল।
ভাগ্যিস্—ও আগুন তার হাত কামড়ে দে
কি ভয়ানক কামড়ে দেয়, কং তা জানে!

আরে মোলো! একটা সঙ্গীর দুর্দ্দশ
উড়ো জন্তু ভয় পেলে না! আবার
আসছে! কং চ'টে ম'টে তাদের ধর
এদিকে, আর-একবার ওদিকে লম্বা
লাগল।

উড়ো-জাহাজগুলো এবারে সাবধা
কংয়ের নাগালের ভিতরে এল না!

কিন্তু নাগালের বাইরে থেকেই
বাণ ছাড়তে লাগল! একখানা ব
কাছে আসে, এক সেকেণ্ডের জন্যে
কামান্ ছোঁড়ে, আর চোখের পল
ক'রে স'রে যায়!

কং চেয়ে দেখলে, তার সার ... জর
হয়ে গেছে এবং তার দেহের ... মাথ
রাঙা ক'রে গড়িয়ে পড়ছে।

মেসিন্-গান, কং ও উড়ো ... শের
বুক যেন ফেটে যাবার মত হ'ল

কংয়ের দৈত্য-দেহ মনুমেন্টের উপর টল্‌তে লাগল—রক্ত-ধারার সঙ্গে তার সমস্ত শক্তি যেন শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু উড়ো জন্তুগুলোর দয়া নেই—তাদের মৃত্যু-ভরা তপ্ত দংশন অদৃশ্য ভাবে কংয়ের দেহের উপরে এসে পড়ছে!

ক্রোধোন্মত্ত কং শেষটা আর সহ্য করতে পারলে না—হঠাৎ একখানা উড়ো-জাহাজকে ধরবার জন্যে সে শূন্যে এক মস্ত লম্ফ ত্যাগ করলে—উড়ো-জাহাজ আবার সাঁৎ ক'রে তার হাতের সীমানার বাইরে বেরিয়ে গেল এবং মূর্ত্তিমান একটা ধূমকেতুর মতন কংয়ের বিপুল দেহটা এসে ভীষণ শব্দে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল!

রাজা কং আর তার পুতুল-মেয়েকে দেখবার জন্যে চোখ মেলে তাকায় নি!

ফুরুলো